নারীদের নামাজে কি পার্থক্য আছে? না পুরুষের মতই?

Naseehah (মাসয়ালা-মাসায়েল)
Abdullah Al Mahmud

নাসীহা গ্রুপে যুক্ত আছি কয়েক মাস হলো। মেম্বারদের নানা প্রশ্ন আসে, কখনো গ্রুপে কখনো বা ইনবক্সে। এই পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি যে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে, মেয়েদের নামাজ নিয়ে। সবার প্রশ্নেই ছিল উদ্বিগ্নতা, সন্দেহ ও সংশয়ের ছাপ। এতকাল যেভাবে নামাজ পড়লাম, এগুলো কিছুই কবুল হয় নাই? নামাজ

ভুল ছিল? কেও কেও পেরেশান, আবার কেও কেও দ্বিধান্বিত। "মা দাদীদের থেকে

নামাজ শিখেছি। তারা যেভাবে শিখিয়েছেন, এখন দেখছি সে নামাজ ভুল। আবার

ইউটিউবে দেখলাম নারীদের নামাজে পার্থক্যও নাকি আছে। আসলে কোনটা সঠিক?

কনফিউজড"

প্রশ্নগুলো বানিয়ে বলছি না। এই জাতীয় প্রশ্ন প্রচুর এসেছে। অনেকে মুখ ফুটে প্রশ্ন না করলেও, এই সমস্যার সম্মুখীন তো হয়েছেন। বরাবরের মতই বিতর্ক এড়িয়ে যেতে চেয়েছি। কয়েকজনকে বলেছি, যেভাবে নামাজ আদায় করে এসেছেন। ওভাবেই পড়ুন। কিন্তু এই কথাতে চিড়ে ভিজে নি। বলেছেন, এটা নিয়ে কিছু লেখুন। কিন্তু লেখি নি, এভাবে অনেকদিন কেটে গেল। ক্রমাগত চাপ বাড়ছিল, অন্যান্য এডমিনগণ প্রশ্নের অবস্থা দেখে বারবার তাগাদা দিচ্ছিলেন, কিছু একটা যেন লেখি।

প্রান্তিকতা বর্তমান সময়ের বড় সমস্যা। উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নে এই মুস্তাহাব নিয়ে বিতর্ক করা সময় ও মেধার অপচয় বলে মনে হয়। উম্মাহর হাজার বছরের স্বীকৃত নীতি হচ্ছে, কোন অঞ্চলে কোন আমল যদি প্রচলিত থাকে আর তার মোওয়াফেক দলীল পাওয়া যায়। তো ব্যস, সে আমলকেই জারী রাখা। সেটাকে পরিবর্তন করতে গেলে ফেতনা ও অস্থিরতা সৃষ্টি হবে। মাসায়েল গ্রুপের বয়স ৩-৪ মাস হবে। এই অল্প সময়ে মেসেজ ও গ্রুপের প্রশ্ন মিলিয়ে প্রায় অর্ধশত প্রশ্ন এসেছে শুধু মহিলাদের নামাজ নিয়ে। কী পরিমাণ অস্থিরতা আর পেরেশানি বিরাজ করছে, প্রশ্নের তাগাদা দেখলেই বোঝা যায়। অথচ পার্থক্যগুলো কিন্তু মুস্তাহাব পর্যায়ের। অর্থাৎ এভাবে নামাজ আদায় করা উত্তম। এই মুস্তাহাব সংশোধন নিয়ে আদিখ্যেতা আর প্রান্তিকতা কাম্য ছিল না।

নামাজের মহিলাদের পার্থক্য নিয়ে লিখতে গিয়ে গ্রুপে প্রায় দু সপ্তাহ সময় দিতে পারি নি। তদুপরি আল্লাহর শোকর, সংক্ষেপে হলেও মোট ৫ পর্বে লেখা সমাপ্ত হয়েছে।

১- প্রথম পর্বে, কীভাবে নামাজ পেলাম? ও হাদিস সংক্রান্ত কিছু মৌলিক আলোচনা।

২- দ্বিতীয়পর্বে, নামাজের পার্থক্যগুলোর বিশ্লেষণ, ও যেসব পার্থক্যের ব্যাপারে উভয়ধারার আলেমগণ একমত, তার বিবরণ।

৩- তৃতীয়পর্বে, মহিলাদের নামাজে ভিন্নতা আছে, এই মর্মে দলীলগুলোর বিশ্লেষণ।

৪- চতুর্থপর্বে, মহিলাদের নামাজে ভিন্নতা নেই। নারী পুরুষের নামাজ একই। এই সংক্রান্ত দলীলগুলোর বিশ্লেষণ

৫- পঞ্চমপর্বে, পূর্বসূরি ইমাম, ৪ মাজহাবের ইমাম, সালাফে সালিহীন, মুহাদ্দিস ও আহলে হাদিস ঘরানার আলেমদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। যারা নারীদের নামাজ যে পুরুষদের চেয়ে ভিন্ন, তার প্রবক্তা ছিলেন।

সর্বোপরি কথা হচ্ছে, এই লেখার মাকসাদ এই না যে, সবাইকে জোর করে এই মতে আমল করতে বাধ্য করা। বরং যারা পার্থক্য মেনে নামাজ আদায় করছেন তারা যেন আশ্বস্ত থাকেন যে তারা ভুল করছেন না। বরং দলীলসম্মত সুন্নাহ মোতাবেকই নামাজ আদায় করছেন। আর যারা মনে করেন, নামাজে পার্থক্য নেই। তারা অন্তত ঐ বোনদেরকে পেরেশান না করি, যারা পার্থক্য মেনে নামাজ আদায় করছেন। তাদেরকে এই কথা বলেও দাওয়াত না

দেই যে "আপনার নামাজ সহীহ না। এই নামাজে দলীল নেই"! এই উপলব্ধি যদি উভয় পক্ষের অনুসারীদের চলে আসে, তাহলে উম্মাহর বিভেদ ও অস্থিরতা, কনফিউশন ও পেরেশানি দূর হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ!

“ মহিলাদের নামাজ , সালাফ বনাম খালাফ” (প্রথম পর্ব)

মহিলাদের নামাজ, পার্থক্য আছে? নাকি পুরুষের মতই?

এই বিষয়ে কিছু লেখার জন্যে বারবার তাগাদা দেয়া হয়েছিল। এই বিষয়ক একটা রেসালাহ তৈরি করতে গিয়ে অনুভব করলাম এক পর্বে শেষ করা সম্ভব না। তাই, মোট ৪ পর্বে এই বিষয়ক প্রবন্ধটি শেষ করার ইচ্ছা। ওয়ামা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ! প্রথম পর্বে কিছু উসূল বা মৌলিক নীতিমালা সংক্রান্ত আলোচনা থাকছে। কারণ এই মৌলিক নীতিমালার উপর ভর করেই তর্ক বিতর্কের ডালপালা ছড়িয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে নামাজের পার্থক্য সংক্রান্ত ৪ মাজহাবের দলীল ও পর্যালোচনা। তৃতীয় পর্বে নামাজের পার্থক্য নেই মর্মে বর্তমান যামানার কিছু মুহাক্কিকদের দাবী, দলীল ও পর্যালোচনা। চতুর্থ ও শেষ পর্বে, সালাফি আলেমদের মতামত ও অধমের কৈফিয়ত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

মহিলাদের নামাজ, যেভাবে পেলাম...

উম্মাহর নারীরা আজীবন যেভাবে নামাজ পড়ে এসেছে তা শতভাগ পুরুষের মত নয়। এভাবেই আবহমানকাল থেকে চলে আসছে। সেই সাহাবী থেকে তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী ক্রমধারায় কোটি কোটি মুসলিমাহ, পুণ্যবতী নারী নামাজ পড়ে আসছেন। তারপর?

কয়েক বছর আগে, আনুমানিক ২০/৩০ বছর আগে নতুন গবেষণা বের হলো। যার বক্তব্য হচ্ছে "নারী পুরুষের নামাজের কোন পার্থক্য নেই"! গবেষণার কেন প্রয়োজন হলো? কারণ, নতুন গবেষকরা হাদিসের শুদ্ধতা ও বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের উপর নামাজকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। তারপর যখন দেখলেন, নারীদের নামাজে যে পার্থক্য গুলো মেনে নামাজ পড়া হয়, সে হাদিসগুলোর সনদ মজবুত নয়। সুতরাং তারা বললেন নামাজে কোন পার্থক্য নেই।

এখানে গোড়ায় কিছু প্রশ্ন আসে। আপনারা যদি 'তাদবীনে হাদিস' (হাদিস সংকলনের ইতিহাস) নিয়ে পড়ে থাকেন, এই প্রশ্ন এতক্ষণে আপনার মাথায় চলে আসার কথা। আচ্ছা, হাদিসের প্রচলিত কিতাবগুলো লেখা হলো হিজরী ১৫০-২০০ বছর পর। এই হাদিস গ্রন্থগুলোর ভিত্তি করে নামাজকে পুনর্বিন্যাস যদি করা হয়, তাহলে এই গ্রন্থগুলো লেখার আগের যুগে যে সকল সাহাবী/তাবেয়ী/তাবে তাবেয়ী ছিলেন, তারা কীভাবে নামাজ পড়লেন? তখন তো এই কিতাবগুলো লেখা হয় নি। তাহলে নামাজটা শিখলেন কীভাবে? নিশ্চয় কেতাব পড়ে শিখেন নি। সাহাবীরা শিখেছেন, রাসূল সা. থেকে, তারপর তাবেয়ীরা শিখেছেন সাহাবীদের থেকে। নামাজ তো ইতোমধ্যেই পূর্ণ রুপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। হাদিসের গ্রন্থগুলো লেখার আগেই। সাহাবা থেকে নিয়ে পরবর্তী ৩ প্রজন্ম নামাজ শিখেছে "তা'আমুল ও তাওয়ারুছ" এর মাধ্যমে।

যদি মনে করা হয়, ইমাম বুখারীর বুখারী লেখার আগে কেও সহীহ ভাবে নামাজ পড়তে পারেন নি। মনগড়া নামাজ পড়েছেন, সুতরাং বোখারী লেখার পর সে নামাজকে বদলানো জরুরী। তাহলে ৪ মাজহাব ও লা মাজহাব এর সবারই একমত হওয়া উচিত, প্রচলিত হাদিসগ্রন্থ গুলোর উপর ভিত্তি করে নামাজকে পুনর্বিন্যাস বা শুদ্ধিকরণ জরুরী।

কিন্তু যদি এর বিপরীত হয়, অর্থাৎ সাহাবারা নামাজ শিখেছেন রাসূল সা. থেকে। তারপর তারা বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছেন। সেখানে তারা নামাজ শিখিয়েছেন। তাদের থেকে তাদের ছাত্ররা….. এভাবে যুগ পরষ্পরা। সুতরাং তাদের নামাজ ভুল হয় নি। কারণ তাদের নামাজ ছিল রাসূল সা. এরই নামাজ। উত্তর যদি এটা হয়, তাহলে প্রশ্ন হবে, এই নামাজ তো সাহাবাদের নামাজই ছিল। প্রচলিত কিতাবের আলোকে নামাজকে পুনর্বিন্যাস বা পুনরায় তাহকীক এর কি প্রয়োজন আছে?

প্রসংগত না বললেই নয়, পুর্বসুরীদের বহু কিতাব এমন আছে যে এখনো ছাপার হরফে আসে নাই। অনেক পাণ্ডুলিপি আছে যা উদঘাটন করা হয় নাই। আমি যতদূর জানি, শায়খ আব্দুল মালিক হাফিজাহুল্লাহ 'তাহকীকু তুরাছ' বিষয়ে কাজ করছেন। হানাফী মাজহাবের প্রাণকেন্দ্র ছিল বাগদাদ নগরী। সেই বাগদাদ যখন তাতারীদের দ্বারা আক্রান্ত হলো, তখন পুরো নগরীর কিতাবগুলো পানিতে ডুবিয়ে দিল। ঐতিহাসিকদের মতে, কিতাবের পানিতে নদীর পানি স্ফীত হয়ে উঠেছিল। 'রিসালাতুল মুস্তাতরাফা' গ্রন্থটির নাম হয়ত শুনেছেন। এটি অনেকটা গ্রন্থ পরিচিতি বা গ্রন্থ সূচী জাতীয় কিতাব। সেখানে এমন হাজারো কিতাবের নাম পাবেন যা আজকের যুগে অনুপস্থিত। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ২০০ খন্ডের একটি গ্রন্থ লিখেছেন। অথচ সেই গ্রন্থ আজকে নেই। এই কথা বলছি এই কারণে, অনেক আমল যা রাসূল সা. এর যুগ থেকে ক্রমধারায় প্রচলিত। যেমন মাথায় টুপি পরা। কিন্তু প্রচলিত হাদিস গ্রন্থে সহীহ সূত্রে তা বর্ণিত নয়। তাই দেখা যায়, হাল আমলের প্রচলিত কিতাবসর্বস্ব কিছু গবেষক টুপি পরার সুন্নাহ হওয়াকে অস্বীকার

করেছেন। অবশ্য পরবর্তীতে শায়খ আব্দুল মালেক হাফিজাহুল্লাহ একাধিক সহীহ সনদ দিতে টুপির সুন্নাহকে প্রমাণ করেছেন। কোন আমল যখন রাসূল সা. এর যুগ থেকে ধারাবাহিক চলে আসে, যেটালে "আমালে মুতাওয়ারাসাহ বা সুন্নাতে মুতাওয়ারাসাহ" বলা হয়। সেটাকে প্রচলিত কিতাব নির্ভর গবেষণায় উড়িয়ে দেয়ার প্রবণতা অযৌক্তিক বলে মনে হয়।

*** আমলে মুতাওয়াতির / মুতাওয়ারাসাহ কী ?

ইসলামের ব্যবহারিক অধিকাংশ আমল রাসূল স. থেকে সাহাবীগণ শিখেছেন। সাহাবীদের থেকে তাবেয়ীগণ, তাবেয়ীদের থেকে তাবেতাবয়ীগণ এবং তাদের থেকে পরবর্তীগণ শিখেছেন। একে পরিভাষায় আমলে মুতাওয়ারিসা বলে।

খবরে ওয়াহিদ অর্থাৎ কোন হাদিস যদি এমন হয়, যা কেবল একজনের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর উক্ত সনদের সবাই নির্দিষ্ট মানদন্ডে উত্তীর্ণ। তাহলে সেটাকে গ্রহণ করা হয়। যদিও বর্ণনাকারী মাত্র একজন। তাহলে হাজার হাজার লোক দ্বারা প্রত্যহ পালিত আমলের ধারা কি একক রাবী বর্ণিত হাদীসের তুলনায় শক্তিশালী নয়? সালাফে সালেহীন থেকে প্রমাণিত, তারা আমলে মুতাওয়ারিসকে খাবরে ওয়াহেদ সূত্রে বর্ণিত হাদীসের উপর প্রাধান্য দিতেন। অনেক ইমাম নিজে সহীহ সনদে হাদীস বর্ণনা করার পরও এর উপর আমল করতেন না। হাদীসটি রাসূল স. থেকে প্রচলিত আমলের বিপরীত হওয়ার কারণে।
ইমাম মালিক রহ. তার মুয়াত্তায় সহীহ সনদে অনেক হাদীস এনেছেন। কিন্তু মদীনাবাসীর আমল বিপরীত হওয়ার কারণে তিনি হাদীসগুলো পরিত্যাগ করে রাসুল স. থেকে প্রচলিত আমলকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এমনকি মালেকী মাজহাবে অন্যতম একটি দলিল হলো আমলে মুতাওয়ারিস বা মদীনাবাসীর আমল।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা হাফিজাহুল্লাহ রচিত "" আসারুল হাদীসিশ্ শরীফ ফী ইখতিলাফি আইম্মাতিল ফুক্বহা"" দেখুন। এছাড়াও আল্লামা হায়দার হাসান খান টুংকী রহ. এর লিখিত অনবদ্য দুটি রেসালাহ, 'আত তায়ামুল' ও "উসুলুত তাওয়ারুছ", শায়খ আব্দুর রশীদ

নোমানী রহ. এর কিতাব 'আল ইমামু ইবনু মাজাহ ও কিতাবুহুস সুনান' অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

বর্তমানে অধিকাংশ অস্থিরতার মূল হল, সালাফের নীতি থেকে সরে যাওয়া। আমলে মুতাওয়ারিসের বিপরীতে খবরে ওয়াহিদকে প্রাধান্য দেয়া। একদিন ড. মানজুরে এলাহী দা.বা. এর সাথে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন, 'বর্তমান যামানার ইলমী অংগনে সবচেয়ে বড় ফেতনা হচ্ছে সালাফে সালেহীন এর অনুসৃত পথ থেকে সরে গিয়ে নতুন নতুন ব্যাখ্যা হাজির করা।'

** যায়ীফ হাদিস কি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় ?

আমাদের মধ্যে যারা উলুমুল হাদিস পড়েন নি। কেবল আলেমদের বয়ান বা শায়েখদের লেকচার শুনেছেন। তাদের মধ্যে একটা বড় মিসকনসেপশন হচ্ছে, তারা ধারণা করেন হাদিস সহীহ মানে হচ্ছে এটা আমলযোগ্য হওয়া। আর যায়ীফ মানে হচ্ছে এটা পরিত্যাজ্য হওয়া।

কিন্তু বাস্তবতা তা না। সহীহ / যায়ীফ / হাসান / মুরসাল / মুতাবে / শাওয়াহেদ ইত্যাদি শাস্ত্রীয় পরিভাষা। কখনো একটা হাদিসের সূত্র শাস্ত্রীয় নীতিমালায় উত্তীর্ণ হলে সে হাদিস (কথা/কাজ/সম্মতির বিবরণ) সনদগত দিকে দিয়ে সহীহ হতে পারে, কিন্তু তার উপর আমল করা যাবে না। কেন? হাদিসের বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে। এমনিভাবে একটা হাদিস এর সূত্র দুর্বল, কিন্তু সেটার উপর উম্মাহর ধারাবাহিক আমল চলে আসছে সাহাবীদের যুগ থেকেই। সে সূত্র যখন গ্রন্থিত হয়, তখন শাস্ত্রীয়ভাবে দুর্বল হলেও সেটা গ্রহণযোগ্য। এই প্রকারের যায়ীফের ক্ষেত্রে সূত্রগত দুর্বলতা কোন প্রভাব ফেলে না। এইটুকু পড়ে নিশ্চয় আপনাদের অবাক লাগছে। কারণ আপনারা যা ভেবে আসছেন, তার সাথে মিলছে না। তাহলে আসুন হাদিস বেত্তাদের কিছু শাস্ত্রীয় পর্যালোচনা জেনে নেই।

যায়ীফ হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে শাস্ত্রজ্ঞদের মতামত --

বিধি -বিধানের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ যয়ীফকে দুভাগে ভাগ করেছেন।

এক. এমন যয়ীফ হাদীস , যার সমর্থনে কোন শরয়ী দলিল নেই , বরং এর বক্তব্য শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিজনক। এ ধরণের যয়ীফ হাদীস আমলযোগ্য নয়।

দুই . সনদের বিবেচনায় হাদীসটি যয়ীফ বটে , তবে এর সমর্থনে শরয়ী দলিল প্রমাণ আছে , সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যুগ থেকে এ হাদীস অনুসারে আমল চলে আসছে। এমন যয়ীফ হাদীস শুধু আমলযোগ্যই নয় , বরং অনেক ক্ষেত্রে তা মুতাওয়াতির বা অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত হাদীসের মানোত্তীর্ণ। এটাকে বলা হয় 'যায়ীফ মুতালাক্কা বিল কাবুল '!

১- এ বিষয়ে ইমাম যারকাশী রহঃ তাঁর হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ক গ্রন্থ ‘আননুকাত’ এ বলেছেন,

إن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح حتى ينزل منزلة المتواتر

অর্থ , যয়ীফ হাদীসকে যখন উম্মাহ ব্যাপকভাবে গ্রহন করে নেয় , তখন সঠিক মতানুসারে সেই হাদীসটি আমলযোগ্য হয় , এমনকি তা মুতাওয়াতির হাদীসের মানে পৌঁছে যায়।
(আননুকাতঃ ১/৩৯০)

২- একই বিষয়ে হাফেজ শামসুদ্দীন আসসাখাবী রহঃও তাঁর ‘ফাতহুল মুগীছ’ গ্রন্থে লিখেছেন ,

وكذا إذا تلقت الأمه الضعيف بالقبول يعمل به علىالصحيح حتى أنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخالمقطوع به ولهذا قال الشافعي رحمه الله في حديثلا وصية لوارث إنه لا يثبته أهل الحديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية

অর্থ , উম্মাহ যখন যয়ীফ হাদীসকে ব্যাপকহারে গ্রহন করে নেয় , তখন সহীহ মত অনুসারে সেটি আমলযোগ্য হয় , এমনকি তার দ্বারা অকাট্য বিধান রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে সেটি মুতাওয়াতির দলীলের মানোত্তীর্ণ হয়। এ কারণেই ইমাম শাফেয়ী র .‘উত্তরাধিকারীর জন্যে কোন ওসিয়ত নেই ’ হাদীসটি সম্পর্কে বলেছেন , হাদীস বিশারদগণ এটিকে সহীহ মনে না করলেও ব্যাপকহারে আলেমগণ এটি গ্রহণ করে নিয়েছেন , এ অনুযায়ী আমল করেছেন, এমনকি তারা এটিকে ওসিয়ত সম্পর্কিত আয়াতটির বিধান রহিতকারী আখ্যা

দিয়েছেন।
(ফাতহুল মুগীছঃ ১ / ৩৩৩)

৩- হাফেজ ইবনে হাজার রহঃ লিখেন , যে হাদিস অনুযায়ী আমল করা উম্মতের কাছে গৃহীত হয়েছে এবং যে বিষয় অনুযায়ী আমল করার প্রতি উম্মতের ইজমা চলে আসছে,নিঃসন্দেহে তা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক কারণ ও বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হাদিস অপেক্ষাও শক্তিশালী।

(আন-নুকাত আলা কিতাবি ইবনে ছালাহ /আসকালানী ১/৪৯৪)

৪- হাফেজ ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়াহ রহঃ একটি যয়ীফ হাদীস সম্পর্কে বলেছেন,

فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في سائرالأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل به

অর্থাৎ এ হাদীসটি প্রমাণিত না হলে ও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শহরে কোন রূপ আপত্তি ছাড়া এ অনুযায়ী আমল চালু থাকাই হাদীসটি আমলযোগ্য হওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

(আর-রূহ লিল ইবনে কাইয়ুমঃ ১৬)

(যয়ীফ হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আব্দুল হাই লখনবী রহঃ এর লিখিত কিতাব আল-আমলু বিল হাদীসিস যয়ীফাহ ও শায়েখ সাইদ মামদুহ এর 'আততারীফু বি আউহামিন'।)

৫- ইমাম মালেক বলেন , 'কোন হাদিস মদীনাবাসীর নিকট মাশহুর হয়ে গেলে তখন সেটা সনদগত হুকুমের উর্ধ্বে চলে যায়।

আল আজভিবাতুল ফাদিলাহ- শায়খ আবু গুদ্দাহর তালীক ২২৭ -২৩৮ , আল হাদিসুস সহীহ ওয়া মানহাজুল উলামায়িল মুসলিমিন ফিত তাসহীহ - শায়খ আব্দুল কারীম ইসমাইল সাব্বাহ - ২১৫

৬- খাতীবে বাগদাদী রাহ . লিখেন , "যখন উম্মাহ ধারাবাহিকভাবে কোন আমলকে গ্রহণ করে নেয় , তখন সেটার শুদ্ধতার জন্যে সনদ খোজার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ সনদের মানগত শুদ্ধতার উর্ধ্বে চলে যায়।

আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কীহ - ১/১৯০
আল কিফায়াহ- ৫১

৭- ইমাম আহমদ বিন হানবলকে একটা হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো "আপনি এই হাদিস গ্রহণ করলেন , অথচ এই হাদিসটিকে আপনি যায়ীফ বলে থাকেন। " ইমাম আহমদ উত্তরে বললেন , "হ্যা ! হাদিসটি যায়ীফ। কিন্তু এর উপর আমল করা হয়"!!

(আল উ'দ্দাতু ফি উসুলিল ফিকহ লি আবি ইয়া 'লা আল ফাররা ৩/৯৩৮-৯৩৯)

৮- পূর্বসূরিদের কিতাব যাদের মোতালায়ার সুযোগ হয়েছে তারা এই বাক্যগুলোর সাথে পরিচিত হয়ে থাকবেন নিশ্চয় ,

"تلقّته الأمّة بالقبول/ والعمل عليه عند أهل العلم

ঘাটতে গিয়ে সালাফি শায়েখ , রাবী আল মাদখালী হাফি . এর একটা রেসালাহ পেয়ে গেলাম। তিনি সেখানে মুতালাক্কা বিল কবুল সম্পর্কে লিখেছেন।

والحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول ينجبر ويجب العمل به؛لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة .
مثل يعني الماء الذي تقع فيه النجاسة هل ينجس أو لا ؟ إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه كثيرا كان أو قليلا فهو نجس بإجماع الأمّة.

অর্থাৎ , যায়ীফ হাদিসকে যখন উম্মাহ আমল করে তখন সেটার উপর আমল করা ওয়াজিব হয়ে যায়। 'কারণ উম্মাহ কোন ভুলের উপর একমত হতে পারে না। ' (এটি হাদিসের অংশ)
তিনি এর উদাহরণ স্বরুপ আবু উমামার হাদিসটি উল্লেখ করেন , "যখন পানিতে নাপাক পতিত হয় আর পানির স্বাদ , রঙ, ঘ্রাণ বদলে যায় , সে পানি বেশি হোক বা অল্প , উম্মাহর এজমা অনুযায়ী তা নাপাক বলে গণ্য হবে। যদিও হাদিসটি যায়ীফ !

যায়ীফ হাদিস যখন উম্মাহর আলেমদের নিকট সর্বোতভাবে গৃহীত হয়ে যায় , তখন সেটার সনদগত দুর্বলতা বিবেচ্য হয় না। এই বিষয়ে সম্পূর্ণ একটা গ্রন্থ লেখা সম্ভব। বিস্তারিত দেখুন , আন নুকাত লি ইবনে হাজার - ১/৪৯৪, আত তায়াক্কুবাত আলাল মাউযুয়াত লিস সুয়ুতী ১২ ; তাদরিবুর রাবী ৬৭ , ফাতহুল মুগীছ ১২০ -১২১, ফাতহুল কাদীর ৩ /১৪৩, আল বুরহান ফি উছুলিল ফিক্বহ ,আবুল মা'আলী আল জুয়াইনী ,ফাছলুন ফি তাক্বাসীমুল খাবর ১ /৩৭৯; আল বায়েসুল হাসীস ফী ইখতেসারে উলূমুল হাদিস ,ইমাম ইবনু কাসীর -সংকলক শায়খ আহমাদ শাকের পৃঃ১২৭ -১২৮; তাওজীহুন নাজার ইলা উছূলিল আছার ১ /২১৩ ইত্যাদি।

এই আলোচনার করার উদ্দেশ্য হলো , নারীদের নামাজের পার্থক্য সংবলিত

কিছু হাদিসকে যায়ীফ বলে উম্মাহর হাজার বৎসর যাবত চলে আসা, আমালে মুতাওয়ারাসাহকে অস্বীকার করা হয়েছে। অথচ এই নামাজের পার্থক্য রাসূল সা. এর যামানা থেকেই ক্রমধারায় চলে আসছে। ১৫০ হিজরীর মধ্যে লেখা অনেক কিতাবে “নারীদের নামাজের পার্থক্য” শিরোনামে হাদিসও বর্ণিত হয়েছে। আগামী পর্বে ইংশা আল্লাহ, নারীদের নামাজের পার্থক্য এর দলীলগুলো নিয়ে আলোচনা হবে!

নারী পুরুষের নামাজ কি অভিন্ন ? (২য় পর্ব)

নারী পুরুষের নামাজে ভিন্নতা আছে? নাকি অভিন্ন?

সাধারণত সবাই এভাবে শিরোনাম দিয়ে থাকে। এই শিরোনামকে কেন্দ্র করে নানা তর্ক বা বিতর্ক হয়। কেও প্রমাণ করেন, নারী পুরুষের নামাজ একই।

কেও প্রমাণ করেন নারী পুরুষের নামাজে রয়েছে বিস্তর তফাৎ। আমার দৃষ্টিতে এই শিরোনামটিই যথার্থ নয়। কারণ, নারী পুরুষের নামাজে যেমন রয়েছে কিছু পার্থক্য, তেমনি রয়েছে মিল ও অভিন্নতা! উভয়ধারার আলেমদের মতে, নারী পুরুষের নামাজের বিধানে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। যেমন,

যে পার্থক্যগুলোর ক্ষেত্রে উভয়ধারার আলেমগণ একমত -

১- মেয়েদের নামাজে আযান বা একামত নেই
২- মেয়েরা উচ্চস্বরে কেরাত পড়বে না
৩- মেয়েদের নামাজে সতর ঢাকার পরিমাণ পুরুষের চেয়ে বেশি।
৪- মেয়েদের মাথা উন্মুক্ত থাকলে নামাজ হবে না।
৫- মেয়েরা জামাতে নামাজ আদায় করলে পুরুষের পিছনে দাঁড়াবে
৬- মেয়েদের জন্যে জুময়ায় যাওয়া ফরজ নয়।
৭- মেয়েদের জন্যে জামাতে সালাত আদায় ওয়াজিব নয়
৮- মেয়েদের সালাত আদায়ের উত্তম জায়গা মসজিদ নয়, বরং ঘরের কোণ।
পুরুষের জন্যে মসজিদে জামাতে অংশ নেয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বা ওয়াজিব।
৯- ইমামের ভুল হলে ছেলেদের মত তাসবীহ বা সুবাহানাল্লাহ পড়বে না, বরং মেয়েরা নামাজে হাত চাপড়ে শব্দ করবে।
১০- ছেলেদের ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে সর্বপ্রথম কাতার, আর মেয়েদের জন্যে উত্তম হচ্ছে সর্বশেষ কাতার।
১১- পুরুষ নারীর ইমাম হতে পারে, কিন্তু নারী পুরুষের ইমাম হতে পারে না।
১২- ছেলেরা জামাতে নামাজ আদায়কালে ইমাম সবার সামনে দাঁড়াবে, কিন্তু মেয়েদের জামাতে মেয়ে ইমাম হলে সে সবার মাঝে সামান্য এগিয়ে দাঁড়াবে। (উল্লেখ্য, হাসান বসরী রহ., মালেকী ও হানাফী মাজহাব অনুযায়ী, শুধুমাত্র মহিলাদের জামাত নেই)
১৩- নারী পুরুষ জামাত আদায়কালে ছেলেরা মুকাব্বির হতে পারবে। মেয়েরা পারবে না।
১৪- মেয়েরা পুরুষের সাথে জামাত আদায়কালে জোরে আমীন বলবে না।
১৫- মহিলা মাথার চুল বেঁধে নামায পড়তে পারে, কিন্তু (লম্বা চুল হলে) পুরুষ তা পারে না।
১৬- সেজদার সময় মহিলারা পুরুষের পর মাথা উঠাবে।
১৭- মহিলারা জামাতে নামাজ আদায় করলে তারা নামাজ শেষ করেই বেড়িয়ে যাবে। আর পুরুষের জন্যে নামাজের পর কিছুক্ষণ মসজিদে অপেক্ষা করা মুস্তাহাব।
১৮- কাতারে একাকী কোন পুরুষের দাঁড়ানো সকল আইম্মাদের মতে মাকরুহ।
কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে জায়েজ।

১৯- মেয়েদের জন্যে মুস্তাহাব হচ্ছে ওয়াক্ত শুরু হলেই সালাত আদায় করে নেয়া। পুরুষ তা করবে না। বরং আযান হলে মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করবে।

এই সমস্ত পার্থক্যগুলো হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এতে সামান্য কমবেশ , সবারই সহমত আছে। (প্রতিটা পার্থক্যের হাদিস উল্লেখ করতে গেলে নোট দীর্ঘ হয়ে যাবে বিধায় , শুধু মাসায়েল উল্লেখ করা হলো) এত এত পার্থক্য থাকা সত্তেও , মাত্র ৩ /৪ টা পার্থক্যের বিরোধিতা করতে গিয়ে এই কথা বলা "নারী পুরুষের নামাজে পার্থক্য নেই ", অযৌক্তিক বলে মনে হয়। বরং এই শিরোনামটাই আজকে যত তর্কের বিতর্কের উৎস। কারণ নারী পুরুষের নামাজ একই, এর পক্ষে যে সমস্ত বানী ও আছার পেশ করা হয়। তার মূল মর্ম হচ্ছে , নারী পুরুষের নামাজে যেসব ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য বর্ণিত নেই সেখানে উভয়ের নামাজ এক। এটাই যুক্তিসংগত। অর্থাৎ যেখানে পার্থক্য নেই সেখানে নারী পুরুষের নামাজ এক। এভাবে বলা হলে অর্ধেক বিতর্কই শেষ হয়ে যায়। বাস্তবতাও তাই। এবার আসুন খেয়াল করি ,

এই যে পার্থক্যগুলো , শরীয়তে এটা কেন করা হলো? জোরে কেরাত পরা যাবে না , তাসবীহ বলবে না , হাত চাপড়াবে , চুল খোলা রাখতে পারবে না ইত্যাদি। এই পার্থক্যগুলো লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় , প্রতিটা পার্থক্যের পিছনে একটা সূক্ষ্ম কারণ নিহিত রয়েছে , সেটা হচ্ছে 'পর্দা ' 'আবৃত করা' বা 'লুকানো '! শরীয়তের মেজাজই হচ্ছে নারীকে নামাজে লুকানো , প্রকাশিত করা নয়। একটি হাদিস এই বিষয়কে আরো স্পষ্ট করে ,

عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা . থেকে বর্ণিত রাসূল সা . বলেন, নারী হচ্ছে 'আউরাহ' (যাকে লুকানো হয়)। যখন কোন মেয়ে ঘর থেকে বের হয় তখন শয়তান তাকে পুরুষের কাছে মোহনীয় করে তোলে। পক্ষান্তরে মহিলারা স্বীয় বাড়ীর সবচেয়ে গোপন স্থানে আল্লাহ পাকের অধিক নৈকট্য লাভ করে থাকে।

সহীহ ইবনে খুযাইমা - ১৬৮৫,
মুজামুল কাবীর - ৯৪৮১, তিরমিজি ১১৭৩ , ইবনে হিব্বান -৫৫৯৯ *(সহীহ)*

এই হাদিসের শুরু অংশটুকু খেয়াল করুন। আল্লাহর নবী শরীয়তের মেজাজ বলে দিয়েছেন এক বাক্যে। "নারী হচ্ছে আউরাহ "! হজ্ব থেকে নিয়ে সালাহ , সফরসহ বহু বিধানের ক্ষেত্রে স্রেফ মেয়েদের পর্দার কারণেই এত এত পার্থক্য তৈরি হয়েছে। এই পার্থক্য গুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু উভয়ধারার আলেমগণ একমত।

মেয়েদের নামাজের প্রচলিত আরো কিছু পদ্ধতি যাতে উভয়ধারার আলেমগণ একমত-

১- মহিলারা বুকে হাত বাধবে।
২- শেষ বৈঠকে দু পা ডানে বের করে বা পার্শ্বে ভর দিয়ে বসা।

এই ক্ষেত্রেও উভয়ধারার আলেমগণ একমত। আহলে হাদিস আলেমগণ একমত কারণ তারা এটাকেই কেবল সুন্নত মনে করেন। সেটা পুরুষের ক্ষেত্রে হোক বা নারীর ক্ষেত্রে। আর অন্যান্য আলেমগণ কেবল মহিলাদের ক্ষেত্রে এটাকে মুস্তাহাব মনে করেন।

তাহলে প্রকৃত এখতেলাফ কোন জায়গায়?

মাত্র কয়েকটি ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে থাকেন। এই কয়েকটি বিষয় রদ করতে গিয়েই শিরোনাম দেয়া হয় 'নারী পুরুষের নামাজ একই'! যেমন,

১- মেয়েরা নামাজে হাত কোন পর্যন্ত তুলবে?
মাজহাব- কাধ পর্যন্ত বা বুক পর্যন্ত। আর সেটা ওরনার নীচে। ভিন্নমত - কান পর্যন্ত

২- মেয়েরা কীভাবে রুকু করবে?
মাজহাব- পুরুষের মত ঘাড় আর নিতম্ব সমান করে দিবে না। বরং অত্যন্ত সংকোচিতভাবে সামান্য ঝুকবে। যাতে হাত দিয়ে উরু নাগাল পাওয়া যায়। ভিন্নমত- পুরুষের মতই পিঠ আর ঘাড় সমান করে দিবে।

৩- নারীরা কীভাবে সেজদা করবে?
মাজহাব - সিজদা অবস্থায় মহিলারা এক অঙ্গের সাথে অপর অঙ্গকে মিলিয়ে রাখবে, কনুইসহ দু’হাত মাটিতে বিছিয়ে দেবেন। তাদের পেট দু’রানের সাথে মিলিয়ে দেবেন। উভয় বাহু পাজরের সাথে মিলিয়ে রাখবেন। হাত পায়ের আঙ্গুল কিবলামুখী রাখবেন। পা খাড়া করবেন না। মোটকথা সিজদা এমন ভাবে করবে যাতে সতরের অধিক হেফাযত হয়। পুরুষের মত কোমর উচু করে দু হাত ছড়িয়ে লম্বা হয়ে সেজদা করবে না।
ভিন্নমত - পুরুষের মতই কোমর উচু করে দু হাত ছড়িয়ে লম্বা হয়ে সেজদা করবে ।

প্রসংগত, নারী পুরুষের নামাজের ভিন্নতা নেই, অথবা আছে। এই যে এখতেলাফ, এটা কেবল হানাফীদের বিরুদ্ধে নয়, বরং বলতে গেলে ৪ মাজহাবের সবার সাথেই এই এখতেলাফ। সুতরাং মত বর্ণনার ক্ষেত্রে “মাজহাব ও ভিন্নমত” এভাবে লেখা হয়েছে।

নারীকে বলা হয়েছে 'আওরাহ'। অর্থাৎ যাকে লুকোনো হয়, গোপন করা হয়। ইসলামের আদি ও অকৃত্রিম দর্শন হচ্ছে এটাই। নারী তার সতর ও আওরাত এর ক্ষেত্রে যত্নশীল হবে, হওয়া উচিতও বটে । তাই অর্ধশত বছর আগ পর্যন্ত গত হওয়া প্রায় তাবত ফুকাহায়ে কেরাম নারীদের রুকু ও সেজদার পার্থক্য করেছেন। শালীনতা আর শরীয়তের মেজাজ “আওরাহ” এর প্রতি লক্ষ্য রেখে।

পুরুষের মত রুকু সেজদার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে এতে ঐ মাত্রায় শালীনতা থাকে না যেটা পার্থক্য করার ক্ষেত্রে থাকে। যেমন, পুরুষের রুকু হচ্ছে এই পরিমাণ মাথা ঝুকিয়ে দেয়া যাতে কোমড় আর ঘাড় সমান হয়ে যায়। এভাবে রুকুতে নিতম্বের আকৃতি স্পষ্ট হয়ে যায়। যেটা পুরুষের ক্ষেত্রে সমস্যা না হলেও নারীর ক্ষেত্রে মানানসই নয়। পুরুষের সেজদার ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে, নিতম্ব উঁচিয়ে দেয়া। দু হাত বগল থেকে পৃথক করে ছড়িয়ে দেয়া। হাত যেন জমিনে না লাগে। আর পেট যেন হাটুতে না লাগে।

এই দু অবস্থা পুরুষের ক্ষেত্রে অবলীলায় মানানসই হলেও, মেয়েদের ক্ষেত্রে? নিঃসন্দেহে এটা শরীয়তের পর্দার মেজাজের সাথে যায় না। কারণ এভাবে মহিলারা রুকু বা সেজদায় গেলে, পিছনে মাহরাম অবস্থান করাও মুশকিল হয়ে যাবে। গায়রে মাহরাম তো কথাই নেই। যেমন ধরুন, হজ বা ওমরাহতে যেখানে খোলা জায়গায় নামাজ পড়তে হয়। সেখানে ঐভাবে পুরুষের মত রুকু সেজদা করা কি পর্দাপুশিদার সাথে মানানসই?

(আগামী পর্বে ইনশা আল্লাহ, দলীলগুলো নিয়ে আলোচনা হবে)

নারীদের নামাজের ভিন্নতা , দলীল ও পর্যালোচনা (পর্ব - ৩)

—-মেয়েদের সালাতের ভিন্নতা সম্পর্কে আহলে মাযাহেব ও ফুকাহাদের দলীল ——

পূর্বেই আলোচনা হয়েছে। নারীদের নামাজের বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। কিছুক্ষেত্রে সবাই একমত , কিছুক্ষেত্রে দ্বিমত। যেসব ক্ষেত্রে দ্বিমত তার বিস্তারিত বিবরণ গত পর্বে গিয়েছে। যারা পার্থক্যগুলোর প্রবক্তা , তাদের দলীলগুলো আজ উপস্থাপন করা হবে ইনশা আল্লাহ !

নারীদের নামাজে যে পার্থক্যগুলোতে আহলে হাদিস ও সালাফি আলেমগণ একমত নন -----

১- তাকবীরে তাহরিমার সময় মহিলারা কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলবে। হাতের কব্জি থাকবে থাকবে বুক বরাবর। আঙ্গুলের মাথা থাকবে কাঁধ বরাবর।
২- মেয়েরা বুকে হাত বাঁধবেন। বাম হাতের পিঠের উপর ডান হাতের পাতা রাখবেন। পুরুষের ন্যায় কব্জি ধরবেন না। এবং গোলাকৃতি বানাবেন না।
৩- মেয়েরা রুকুতে সামান্য একটু ঝুকবেন। হাটুর উপর হাত রাখবেন। রুকুতে হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবেন। হাতের বাহু পাঁজরের সাথে মিলিয়ে রাখবেন।
৪- সিজদা অবস্থায় মহিলারা এক অঙ্গেঁর সাথে অপর অঙ্গঁকে মিলিয়ে রাখবে ,মেয়েরা যথা সম্ভব চেপে ও মাটির সাথে মিশে সাজদা করবেন। কনুইসহ দু ’হাত মাটিতে বিছিয়ে দেবেন। তাদের পেট্ দু ’রানের সাথে মিলিয়ে দেবেন। উভয় বাহু পাজরের সাথে মিলিয়ে রাখবেন। হাত পায়ের আঙ্গুল কিবলামুখী রাখবেন। পা খাড়া করবেন না। এক কথায় সিজদা এমন ভাবে করবে যাতে সতরের অধিক হেফাযত হয়।
৫- উভয় বৈঠকে মহিলাগণ বাম নিতম্বের উপর বসবেন। হাতগুলো রানের উপর রাখবেন। পা দুটো ডান দিকে বের করে দেবেন। আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবেন।

যারা এই মতের প্রবক্তা , তারা দলীল দিয়ে থাকেন -
১। হাদীস শরীফের আলোকে।
২। সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য ও কর্মের আলোকে।
৩। তাবেয়ী ইমাম গনের আছারেরআলোকে।

হাদীস শরীফের আলোকেঃ

হাদিস :১
أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد أنبأ أبو الحسين الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود – ثنا سليمان بن داود أنبأ بن وهب أنبأ حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان عن يزيد بن أبي حبيب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل (سنن الكبرى للبيهقى،

كتاب الحيض، باب ما يستحب للمرأة من ترك التجافي في الركوع والسجود، رقم الحديث- 3016)

তাবেয়ী ইয়াযীদ বিন আবী হাবীব রহ. বলেন- একবার রাসূল সা. দুই মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাদেরকে (সংশোধনের উদ্দেশ্য) বললেন-“যখন সেজদা করবে তখন শরীর যমীনের সাথে মিলিয়ে দিবে। কেননা মহিলারা এ ক্ষেত্রে পুরুষদের মত নয়। *(সুনানুল বায়হাকী, হাদিস নং - ৩০১৬,কিতাবুল মারাসিল লি ইমাম আবু দাউদ -৫৫, হাদিস নং -৮০)*

হাদিসটির ব্যাপারে মুহাক্কিকদের মন্তব্যঃ

১/ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, আহলে হাদিস ও সালাফী ঘরানার বরেণ্য আলেম, নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ “আওনুল বারী” (১/৫২০) তে লিখেছেন -“উল্লেখিত হাদিসটি সকল ইমামদের উসুল অনুযায়ী দলীল হিসেবে পেশ করায় যোগ্য”.
২/ একইধারার অপর মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আমীর ইয়ামানী “সুবুলুস সালাম” শরহু বুলুগিল মারাম” গ্রন্থে (১/৩৫১-৩৫২) এই হাদিসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে পুরুষ ও মহিলার সেজদার পার্থক্য করেছেন।
৩/ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শায়েখ শুয়াইব আরনাউত (রঃ) হাদীসটির সুত্র সম্পর্কে বলেন, বর্ণনা কারী প্রত্যেক রাবী সিকাহ (নির্ভরযোগ্য)।
(তালীক আলা মারাসিলে আবী দাউদ পৃঃ ১১৭)
৪/ শায়খ আলবানি রহ. এই হাদিসের সনদের রাবীদেরকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়ে হাদিসটির ব্যাপারে ▯▯▯▯-
فعلة الحديث الإرسال فقط. والله أعلم.
"এই হাদিসের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। তবে এটি যায়ীফ হওয়ার একমাত্র কারণ, হাদিসটি মুরসাল। আল্লাহ ভালো জানেন!"
(সিলসিলাতুল আহাদিসীদ দায়ীফাহ - ২৬৫২)

মুরসাল বলতে, এই হাদিসের বর্ণনাকারী ইয়াযীদ বিন আবী হাবীব একজন তাবেয়ী, তিনি রাসূল সা. থেকে হাদিস বর্ণা করেছেন। সুতরাং মাঝে অবশ্যই কেও বাদ পরেছে। হতে পারে তিনি কেবল একজন সাহাবী, অথবা কিবারে তাবেয়ী ও সাহাবী দুজন। যেহেতু একজন তাবেয়ী থাকার সম্ভাবনা আছে তাই হতে পারে তিনি সিকাহ, হতে পারে দুর্বল। এই সম্ভবনাটাই শায়খ আলবানির কাছে হাদিসের দুর্বলতার কারণ! আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, শায়খ যে হালকা ভাবে হাদিসটিকে দুর্বল বললেন, আমাদের দেশে এই হাদিসটিই হয়ে গেল ''মারাত্মক যায়ীফ''।

মুরসাল প্রায় সকল ইমামের নিকট শর্তসাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য। ইবনে রাজাব হানবলী ৪ টি শর্ত উল্লেখ করেছেন মুরসাল গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্যে। এখানে বিস্তারিত আলোচনার স্থান না, তবে উক্ত ৪ টি শর্ত এই

[illegible]
([illegible], [illegible]-[illegible])

[illegible] - [illegible]

وَالآخَرُ حَدِيثُ أَبِى مُطِيعٍ : الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْخِىِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ فِى الصَّلاَةِ وَضَعَتْ فَخِذَهَا عَلَى فَخِذِهَا الأُخْرَى ، وَإِذَا سَجَدَتْ أَلْصَقَتْ بَطْنَهَا فِى فَخِذَيْهَا كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَقُولُ : يَا مَلاَئِكَتِى أُشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهَا (السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ تَرْكِ التَّجَافِى فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، رقم الحديث-3324)

[illegible]. [illegible]. [illegible]-"[illegible] ([illegible]) [illegible]-[illegible]! [illegible] ([illegible]-[illegible]/[illegible], [illegible]-[illegible])

[illegible]-

[illegible], [illegible], [illegible] '[illegible]'! [illegible], [illegible]
[illegible], [illegible]

[illegible]- [illegible]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ حُجْر بْن عَبْدِ الْجَبَّار بْن وَائِل بْنِ حُجْر قَالَتْ: سَمِعْتُ عَمَّتِي أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ عَبْدِ الْجَبَّار بْن وَائِل بْن حُجْر، عَنْ أَبِيهَا عَبْدِ الْجَبَّار، عَنْ عَلْقَمَةَ عَمِّهَا، عَنْ وَائِل بْن حُجْر قال : جئت النبي صلى الله عليه و سلم ....فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا وائل بن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها (المعجم الكبير، باب الواو، وائل بن حجر الحضرمي القيل، رقم الحديث-28)

[illegible]. [illegible]. [illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] :-----

[illegible] - [illegible]

– عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتلصق فخذيها ببطنها (مصنف عبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب تكبير المرأة بيديها وقيام المرأة و ركوعها وسجودها، رقم الحيث-5072)

[illegible]

[illegible] -[illegible]

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلاَةِ الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : تَجْتَمِعُ وَتَحْتَفِزُ. (مصنف ابن ابى شيبة، كتاب الصلاة، في المرأة كَيْفَ تَجْلِسُ فِي الصَّلاَةِ، رقم الحديث-2794)

[illegible]

[illegible] -[illegible]

عن امامنا الاعظم ابي حنيفة النعمان عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما انه سئل

كيف كان النساء يصلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال :كن يتربعن ثم امرن ان يحتفزن . اخرجه ابو محمد الحارثي والاشنانى وابن خسرو من طريقه عن سفيان الثوري عنه . (راجع جامع المسانيد ج١ص٤٠٠)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ কে জিজ্ঞেস করা হল ,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মহিলারা কীভাবে নামায পড়তেন?তিনি বললেন ,আগে তারা চারজানু হয়ে বসতেন ,পরে তাদেরকে জড়সড় হয়ে বসতে বলা হয়েছে।
(জামেউল মাসানীদ -ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) খঃ ১/৪০০, মুসনাদে আবী হানীফা বিরিওয়াতিল হাসকাফী -৩৭)
সনদের মান - হাদিসটি সম্পূর্ণ সহীহ। এটি ইমাম আবু হানীফা সরাসরি নাফে ’ থেকে, তিনি ইবনে ওমর রা . থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাদিস -৪
ইবনে রাজাব হানবলী , তার লিখিত বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ "ফাতহুল বারী ''তে, সুনানে সাইদ ইবনে মানসুর এর উদ্বৃতিতে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন,

وروى سعيد بن منصور بإسناده ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، قال كانت عائشة تجلس في الصلاة عن عرقيها وتضم فخذيها، وربما جلست متربعة .

"আয়েশা রা. বৈঠকে দুই উরু একদম মিলিয়ে রাখতেন এবং প্রায়শই দু পা ডানদিকে বের করে নিতম্বের উপর বসতেন। "
ফাতহুল বারী ৭ /৩০০- উল্লেখ্য আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করেও এই হাদিসের সনদ খুজে পাই নি। সুনানে সাইদ ইবনে মানসুর এর প্রচলিত নুসখা যার আংশিক ৫ খন্ডে প্রকাশিত। তাতেও নেই। প্রথম পর্বে বলেছিলাম , এমন বহু কিতাব বিলুপ্ত , অনেক কিতাব আজও অনুদ্ঘাটিত ও অপ্রকাশিত। ইবনে রাজাব হানবলী (মৃ ৭৯৫ হি .) এর মত ব্যক্তিত্ব বিনা তাহকীকে আন্দাজে লিখে দিবেন , ভাবা মুশকিল। আল্লাহ ভালো জানেন , হয়ত তার কাছে ছিল , মূল নুসখাতে আছে। কিন্তু আমাদের নুসখাতে (কপি) নেই !

তাবেয়ীদের আমল ও ফাতওয়া :------

আছার - ১

حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا شيخ لنا ، قال : سمعت عطاء ؛ سئل عن المرأة كيف ترفع يديها في الصلاة ؟ قال : حذو ثدييها(مصنف ابن ابى شيبه، كتاب الصلاة، باب من كان يتم التكبير ولا ينقصه في كل رفع وخفض،)

হযরত আতা বিন আবী রাবাহ কে জিজ্ঞেস করা হল -“নামাযে মহিলা কতটুকু হাত উঠাবে ?” তিনি বললেন -“বুক বরাবর ”। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ,-১/২৭০, হাদিস নং -২৪৮৬)

আছার- ২

- حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : تشير المرأة بيديها بالتكبير

كالرجل ؟ قال : لا ترفع بذلك يديها كالرجل ، وأشار فخفض يديه جدا ، وجمعهما إليه جدا ، وقال : إن للمرأة هيئة ليست للرجل ، وإن تركت ذلك فلا حرج.

[illegible]

[illegible]

حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد ؛ أنه كان يكره أن يضع الرجل بطنه على فخذيه إذا سجد كما تصنع المرأة.

[illegible]

[illegible]

- حدثنا رواد بن جراح ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، قال : ترفع يديها حذو منكبيها.

[illegible]

[illegible]

– عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا إذا سجدت المرأة فإنها تنضم ما استطاعت ولا تتجافى لكي لا ترفع عجيزتها

[illegible]

[illegible]

- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَضُمَّ فَخِذَيْهَا ، وَلْتَضَعْ بَطْنَهَا عَلَيْهِمَا.(مصنف ابن ابى شيبة، كتاب الصلاة، في المرأة كَيْفَ تَجْلِسُ فِي الصَّلاَةِ، رقم الحديث-2795)

[illegible]

[illegible] - [illegible]
– عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم قال كانت تؤمر المرأة أن تضع ذراعها وبطنها على فخذيها إذا سجدت ولا تتجافى كما يتجافى الرجل لكي لا ترفع عجيزتها
[illegible]. [illegible]-“[illegible]
[illegible]
[illegible]
([illegible]-[illegible]/[illegible], [illegible]-[illegible])

[illegible] -[illegible]
- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحَاقَ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن خَالِدِ بْن اللَّجْلاَجِ ، قَالَ : كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ إِذَا جَلَسْنَ فِي الصَّلاَةِ ، وَلاَ يَجْلِسْنَ جُلُوسَ الرِّجَال عَلَى أَوْرَاكِهنَّ ، يُتَّقي ذَلِكَ عَلَى الْمَرْأَةِ ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا الشَّيءُ.
[illegible], [illegible], [illegible]
[illegible]-“[illegible]
[illegible]
[illegible]
([illegible]-[illegible]/[illegible], [illegible]-[illegible])

[illegible] - [illegible]
- حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ , عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْن سُلَيْمَانَ بْن عُمَيْر قَالَ: رَأَيْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ «تَرْفَعُ يَدَيْهَا فِي الصَّلَاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهَا»اخرجه البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة برقم 50
[illegible], [illegible]
[illegible] ([illegible]- [illegible]- [illegible], [illegible]
[illegible])

[illegible] - [illegible]
[illegible] ([illegible]) [illegible] ([illegible]) [illegible]
[illegible] ([illegible]) [illegible]
[illegible] ([illegible]) [illegible]
— [illegible] , [illegible]

[illegible], [illegible]
[illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

যে দীন শিখেছেন , তাঁদের কাছ থেকে তা শিখেছেন তাবেয়ীগণ। তাঁদের এসমস্ত ফতোয়া থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় —নারীদের রুকু সেজদা পুরুষের মত নয়। ইমাম বুখারী রহ .এর শায়েখ ইমাম ইবনে আবী শায়বা রহ . তাঁর প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলন ‘আলমুসান্নাফ’-এ তাবেয়ী হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ , ইবনে জুরাইজ , ইবরাহীম নাখায়ী , মুজাহিদ , যুহরী , হাসান বসরী , কাতাদা রাহিমাহুমুল্লাহু তায়ালা প্রমুখের ফতোয়া উল্লেখ করেছেন। তাঁরা সকলেই নারীদের জন্যে পুরুষের চেয়ে ভিন্ন নামাজ আদায়ের পদ্ধতির ফতোয়া দিয়েছেন। আগ্রহী পাঠকগণ সেখানে দেখে নিতে পারেন।

(আগামী পর্বে নারীদের নামাজ অভিন্ন মর্মে দলীলগুলো নিয়ে পর্যালোচনা হবে ইনশা আল্লাহ !)

নারীদের নামাজ অভিন্নঃ দলীল ও পর্যালোচনা (পর্ব -৪)

عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، قَالَ : أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا، فَقَالَ : « ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ » .

এবং যে ভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ ঠিক তেমনভাবে সালাত আদায় কর। সালাতের ওয়াক্ত হলে, তোমাদের একজন আযান দেবে এবং যে তোমাদের মধ্যে বড় সে ইমামাত করবে।. বুখারী, হাদীস নং-৬০০৮

উক্ত হাদীসে খেয়াল করুন!
* কতিপয় যুবক সাহাবী এসেছেন। তাদের সবাই যুবক। তাদের মাঝে কোন নারী ছিল না।
* বাড়িতে গিয়ে স্বীয় এলাকাবাসীকে কুরআন শিক্ষা সৎ কাজের আদেশের নির্দেশনা দিলেন।এরপর তোমরা বলে পরপর তিনটি নির্দেশনা দিলেন। যথা- ১/ আমাকে যেভাবে দেখেছো সেভাবে তোমরা নামায পড়বে। ২/ নামাযের সময় হলে তোমাদের মধ্য হতে একজন আযান দিবে। ৩/ নামাযের জন্য তোমাদের থেকে যে বড় সে ইমাম হবে।

পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ -

** প্রথমত হাদিসে উল্লেখই আছে, যারা রাসূল সা. এর সামনে ছিলেন। তারা পুরুষ। সম্মোধন তাদেরকেই ছিল।
** দ্বিতীয়ত হাদীসটির শেষ দিকে নবীজী সা. আযান ও ইমামতের নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশটি আরো স্পষ্ট করে, এখানে নারী পুরুষ উভয়কেই সম্মোধন করার দাবী সঠিক নয়।
** তৃতীয়ত এই হাদিসটি বুখারী, মুসলিমসহ আরো অন্যান্য গ্রন্থে ১০ টি রেওয়াত, সহীহ সনদে এসেছে। অর্থাৎ মালেক বিন হুয়াইরিস রা. এর মদীনায় এসে রাসূল সা. এর কাছ থেকে ইসলাম শেখার বিবরণ। সেখানে মাত্র একটি বর্ণনায় আছে যে রাসূল সা. বলেছেন "সাল্লু কামা রায়াইতুমুনি উসাল্লি" অর্থাৎ আমাকে যেভাবে দেখছ সেভাবে নামাজ আদায় করো। এছাড়া অন্য বর্ণণাগুলোতে এই কথাটা নেই। সেখানে কোথাও আছে, "তোমরা নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে তাদের নামাজ শিখাবে। তারা যেন নামাজ পড়ে এই এই ওয়াক্তে। আর নামাজের সময় এলে একজন আযান দেয়, আর বয়োজ্যেষ্ঠ যে সে ইমামতি করে।" বুখারী (৬৫৩) অন্য রেওয়াতে আছে, মালেক বিন হুয়াইরিস ও তার চাচাত ভাই রাসূল সা. এর কাছে এলেন। তিনি বললেন, যখন তোমরা দুজন সফরে যখন বের হবে তখন আযান একামত দিবে। আর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমাম হবে। (তিরমিজী
- ২০৫, সহীহ) এই হাদিসে একদম পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এখানে নির্দেশ পুরুষদেরকে দেয়া হয়েছে। অন্যান্য রেওয়াত গুলো চেক করতে চাইলে, মুসলিম - ২৯২/৬৭৪, বায়হাকী ২২৩৭, ২২৩৮, ২৬৬৭ ইত্যাদি।

তদুপরি যদি মেনে নেয়া হয় যে মহিলাদেরকেও সম্মোধন করা হয়েছ। তারপর যে প্রশ্নগুলো আসবে…

১- রাসূল সা. কে মত নামাজ পড়ার মর্ম কী?এর মর্ম কী এই, রাসূল সা. এর মত আরকান ও আমালগুলো আদায় করা? নাকি এর মর্ম এই, রাসূল সা. এর মত খুশু খুজু স্থিরতা আনার চেষ্টা করা?
২- হুবুহু রাসূল সা. এর মত নামাজ আদায় করতে যদি মহিলাদের নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে নামাজে রাসূল সা. এর অন্যান্য আমল, যেমন টাখনু খোলা রেখে নামাজ আদায়। ইত্যাদি। এগুলোও কি রাসূল সা. মালেক বিন হুয়াইরিসকে বাড়িতে গিয়ে মহিলাদের শিখাতে বলেছেন? মহিলাদের আযান একামত ও উচ্চস্বরে কেরাত পড়তে বলেছেন? যেভাবে রাসূল সা. পড়তেন। আর উক্ত সাহাবীও রাসূল সা. কে পড়তে দেখেছেন! যদি উত্তর হয়, না এইগুলা রাসূল সা. বলেন নি। তাহলে বোঝা যাবে হাদিসে মহিলাদের নামাজ নিয়ে কিছুই বলা হয় নাই। বলা হলে পার্থক্যের ক্ষেত্রগুলো রাসূল সা. কেন বলে দিলেন না? যে মহিলারা আস্তে কেরাত পড়বে, টাখনু ঢাকবে। চুল খোলা রাখবে না। কারণ এগুলো তো রাসূলের নামাজের বিপরীত চিত্র। মালেক বিন হুয়াইরিসের যত রেওয়ায়েত আছে একটা রেওয়াতেও নেই কেন, ঐ পার্থক্যগুলোর কথা। যেগুলোর ব্যাপারে সবাই একমত।

তবে, দ্বিতীয় পর্বে বলেছিলাম, স্বতঃসিদ্ধ মত হচ্ছে, যেসব বিধানে নারীদের ব্যাপারে ভিন্ন কিছু কুরআন বা হাদিসের মাধ্যমে অথবা ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে প্রমাণিত নয়, সেক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যেই শামিল। এটা প্রমাণে বিস্তর দলীল দস্তাবেজ এর প্রয়োজন নেই। কারণ এতে সবাই একমত। কিন্তু নারীদের নামাজে রুকু সেজদার পার্থক্য তো, হাদিস, আছার ও ইজমা, কেয়াস দ্বারা প্রমাণিত।

এমনকি, শায়খ আলবানি রহ. তার কিতাবে এক ইবনে হাজাম জাহেরী ছাড়া জমহুরের মতের বিপরীত আর কারো মত উপস্থাপন করেন নি। ইবনে হাজাম জাহেরী ছিলেন জাহেরী সম্প্রদায়ের মতবাদ প্রবর্তক। যাদের মূল কথা হচ্ছে, হাদিস কুরআনে বাহ্যিক যা অর্থ, তাই মানব। এই নীতির আলোকে দেয়া তার কিছু উদ্ভট ফতোয়ার কারণে তাকে একাধিকবার দেশ ছাড়তে হয়েছে। ইবনে হাজাম যাহেরী রহ. এর ভুলভ্রান্তি বিস্তারিত আলোচনা করা এখানে সম্ভব না। তার কয়েকটি মাসালা উল্লেখ করছি,
১- কুরআনে বলা আছে, মা বাবাকে 'উফ' বলো না। সুতরাং তাদের গালি দেয়া জায়েজ। গালি তো উফ না।
২- হাদিসে বলা আছে, বিয়ের আগে কনেকে দেখে নিতে, যাতে বিয়েতে উদ্বুদ্ধ হওয়া যায়। তিনি ফতোয়া দিলেন, কনেকে এমনকি উলঙ্গ করেও দেখা যাবে। কারণ তা আরো বেশি উদ্বুদ্ধ করবে।
৩- হাদিসে এসেছে, কুকুর মুখ দিলে ৭ বার ধৌত করতে। কিন্তু শুয়োর এর ব্যাপারে কিছু বলা হয় নাই। সুতরাং শুয়োর মুখ দিলে তা পান করা ও উজু করা বৈধ।
৪- আয়াতে বলা আছে, দারিদ্রতার ভয়ে সন্তানকে হত্যা করো না। তিনি ফতোয়া দিলেন, এখানে দারিদ্র্যতার কথা বলা আছে। সুতরাং ধনী হলে হত্যা করতে অসুবিধে নাই। কারণ তার দারিদ্রতার ভয় নেই।

“ইবনে হাজাম এর ভিন্নমত সম্পর্কে ইমামদের অভিমত”

● হাফেজ ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেন- যাহেরীদের সম্পর্কে আমার মত হলো, তারা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ থেকে বের হয়ে গেছে। (আল ইস্তেযকার - ৩০৯)
● ইমাম নববী বলেন, বাহ্যিকবাদী তথা যাহেরী মতবাদ এক আজীব মাজহাব। যা চূড়ান্ত পর্যায়ের ভ্রান্ত। ইবনে হাজাম যাহেরী থেকে বর্ণিত মতটি (কোন এক মাসালায়) নিকৃষ্টতম মাসালার একটি। আল্লাহ তার উপর রহম করুন। (আল মাজমু ১/১১৮) -
● ইবনে তায়মিয়া রহ. ইবনে হাজাম যাহেরীর হাদিস বিষয়ক জ্ঞানের কথা স্বীকার করে তার ভুলভ্রান্তি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এবং
তিনি যাহেরীদেরকে ভ্রান্ত ফেরকা জাহমিয়াদের মধ্যে শামিল
করেছেন। (মিনহাজুস সুন্নাহ ২/৫৮৩, দারউ তায়া'রুজিল আকলি ওয়ান
নাকল ৫/২৪৯)

সুতরাং ইবনে হাজাম যাহেরী যদিও হাদিস বিশারদ ছিলেন। কিন্তু তার ফিকহের অবস্থা ছিল করুণ! তাই, উম্মাহর সকল আয়িম্মাহর বিপরীতে গিয়ে তার উদ্ভট ফতোয়াকে সমর্থন হিসেবে পেশ করা মানানসই না। উল্লেখ্য, ইবেন হাজাম রহ. খায়রুল কুরুনের কেও নন। তার জন্ম ৩৯৪ হি, স্পেনে। ইন্তেকাল ৪৪৬ হি।

শায়খ আলবানি নিঃসন্দেহে বড় মাপের মুহাদ্দিস ছিলেন। শায়খ আলবানির এই মতকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীতে অনেকেই বলেছেন নারী পুরুষের নামাজের পার্থক্য নেই। কিন্তু এখানে যে কথাটা না বললেই নয়, হাদিস বিশারদ হওয়া আর ফিকহ বিশারদ হওয়া এক নয়। শায়খ আলবানির অনেক ফতোয়াই উম্মাহ গ্রহণ করে নাই। যেমন, মহিলাদের স্বর্ণ ব্যবহার হারাম, ফিলিস্তিনিদের নিজ ভূখণ্ড ছেড়ে হিজরত করা ওয়াজিব, তিনি আরো বলেছেন, “সবাইকে সালাফী পরিচয় দিতে হবে”, নাপাক থাকা অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা জায়েজ ইত্যাদি। এই মতগুলো কেও গ্রহণ করে নি।

এমনকি অনেক মত খোদ আহলে হাদিস/সহীহ আকীদার ভাইরাও গ্রহণ করেন নাই। যেমন, বেতর ৩ রাকাত পড়া। এক রাকাতের বেতর না থাকা, শবে বেরাতের হাদিস সহীহ হওয়া, ইমাম জোরে কেরাত পড়লে মুক্তাদি সুরা ফাতেহা পড়বে না। রুকু থেকে উঠে হাত বাধা বেদাত হওয়া ইত্যাদি। এগুলো শায়খ আলবানির মত। কিন্তু গ্রহণ করেন না অনেকেই। উল্লেখ্য, শায়খ আলবানি ও শায়খ বিন বাজ, সালেহ আল উসাইমিনের ভিন্নমত বা ইখতেলাফ নিয়ে দুই খন্ডে ৮০০ শত পৃষ্ঠারও বেশি একটি কিতাব রয়েছে। যেটা লিখেছেন ড. সাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল বারীক। যার নাম হচ্ছে “আল ইজাযু ফি বাদি মা ইখতালাফা

ফীহী আলবানি ওয়া ইবনু উছাইমিন ওয়া ইবনু বায রাহিমাহুমুল্লাহু তায়লা ”!

দ্বিতীয় দলীল

// উম্মে দারদা (রাঃ) তার সালাতে পুরুষের মতই বসতেন। আর তিনি একজন ফকীহা ছিলেন। (আত-তারীখুস স্বাগীর, বুখারী ১ /৩৫৫ পৃঃ , ফাৎহুল বারী ২/৩৫৫)। //

বিশ্লেষণ -

প্রথমত , উম্মে দারদা তিনি একজন ফকীহ তাবেয়ী। উপরে দেখতে পাচ্ছেন, যারা এই দলীল উপস্থাপন করেছেন, তারা ফাতহুল বারী (বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ) এর উদ্বৃতিও দিয়েছেন। অবাক করার মত ব্যাপার হচ্ছে, ফাতহুল বারীতে স্পষ্ট করে লেখা আছে, এই উম্মে দারদা সাহাবী নন। তিনি তাবেয়ী ! শুধু ফাতহুল বারী কেন, তারীখের কিতাব তাহযীবুত তাহযীব, তাহযীবুল কামাল , সিয়ারু আলামিন নুবালা ইত্যাদি গ্রন্থগুলো চেক করলেই বুঝতে পারবে , এখানে উম্মে দারদা সুগরা উদ্দেশ্য। কারণ মাকহুল এর সাথে উম্মে দারদা কুবরা যিনি সাহাবী, তার সাথে কখনো দেখাই হয় নি । তাহলে মাকহুল কীভাবে উম্মে দারদা (সাহাবী) থেকে বর্ণনা করবেন ? এ বিষয়টা জানার পরেও তাবেয়ীর কথাকে সাহাবীর কথা বলে প্রচার করা দুঃখজনক। (তাহযীবুল কামাল ৩৫ /৩৫৫)

দ্বিতীয়ত , উম্মে দারদা হুবুহু পুরুষের মত বসতেন না। ইবনে রজব হানবলী রহ. ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেছেন, হাদিসের বাকী অংশ যেটা হারব আল কিরমানি সূত্রে বর্ণিত, উম্মে দারদা পুরুষের মত বসতেন তবে তিনি বাম নিতম্বের দিকে ঝুকে বসতেন। এতে বরং পুরুষের নামাজের চেয়ে ভিন্নতাই প্রমাণিত হয়।

قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري(7/299) قال حرب الكرماني : نا عمرو بن عثمان : نا الوليد بن مسلم ، عن ابن ثوبان ، عن أبيه ، عن مكحول ، أن أم الدرداء كانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل إلا إنها تميل على شقها الأيسر ، وكانت فقيهةً

তাছাড়া ইমাম বুখারীর বাক্য প্রয়োগ "পুরুষের মত বসতেন আর তিনি ফকীহ ছিলেন " দ্বারা অনেকে বলেন, এখানে তার বসাটা অন্যান্য তাবেয়ীদের তুলনায় ব্যতিক্রম ছিল। আর তাই ইমাম বুখারী সেটার প্রতি জোর দিতে গিয়ে 'তিনি ফকীহ ছিলেন ' কথাটা যুক্ত করেছেন। তাই যদি হয়, তাহলে এর মর্ম দাঁড়ায় খায়রুল কুরুনে মহিলাদের বসার পদ্ধতি পুরুষের চেয়ে

ভিন্ন ছিল। কেবল একজন তাবেয়ী ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি কিছুটা পুরুষের মত বসতেন। তাহলে এর দ্বারা বরং ভিন্নতাই প্রমাণিত হচ্ছে।

তৃতীয়তঃ তারীখের কিতাবগুলোতে রয়েছে, উম্মে দারদা খুব অল্প বয়সী ও ইয়াতীমাহ ছিলেন। তাই তিনি পুরুষের কাতারে দাড়িয়ে নামাজ আদায় করতেন এবং পুরুষদের ক্বেরাতের মজলিশেও বসতেন। এরপর তিনি বড় হলে একদিন তাকে আবু দারদা মহিলাদের কাতারে যুক্ত হতে বলেন। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি নামাজে যদি পুরুষদের মত বসেও থাকেন, তবে সেটা পুরুষদের দেখে দেখে করতেন ঐ বয়সে, যখন তিনি সাবালিকা হন নি। (সিয়ারু আলামিন নুবালা ৪/২৭৮, তারীখুল ইসলাম ২/১০২৫, তাহযীবুল কামাল ৩৫/৩৫৪) ৪/

তদুপরি যদি তাবেয়ীর আমলটাকে ঐভাবে ধরে নেই যে নামাজে পুরুষ আর মহিলাদের বসার ক্ষেত্রে পার্থক্য নেই। তবে এর বিপরীতে সহীহ সনদে সাহাবীর আমল আছে..

ইমাম তাহাবী, (শারহু মুশকিলিল আছার ১৩/২৪৩ ও আহকামুল কুরআনের ১/১৬৪ হা. ২৬৬) একটি হাদিস সহীহ সনদে উল্লেখ করেছেন। হাসান বসরী রহ. তার মা এর সূত্রে, (যিনি উম্মে সালামার খাদেমা ছিলেন) উম্মুল মুমীনীন উম্মে সালামা থেকে বর্ণনা করেন যে, উম্মে সালামা দু পা ডানে দিয়ে বসতেন, অর্থাৎ মেয়েরা যেভাবে সালাতে বসে। উল্লেখ্য তাবেয়ী হাসান বসরী রহ. নিজেও উম্মে সালামার দুধসন্তান।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শাইখ কামালুদ্দীন জাফরী এক টিভি আলোচনায় বলে বসলেন, “সহীহ বুখারীতে আছে, নবীজীর স্ত্রী সম্ভবত উম্মুল মুমীনীন সওদা রা. صلت صلاة الرجل و كانت فقيهة অর্থাৎ সাওদা রা. পুরুষের মত নামাজ আদায় করলেন আর তিনি ফকীহ ছিলেন।” তিনি যা বললেন, তার আরবী বা ভাবার্থ কোনটাই বুখারীতে নেই। এমনকি আমি অনুসন্ধান করে অন্য কোন হাদিস গ্রন্থেও এই হাদিস দেখি নি, বা যারা উনার মত বলেন যে নারীদের নামাজ অভিন্ন, তাদের কাউকে এমনটা লিখতে দেখি নি। সুতরাং আমার খেয়াল, তিনি এক্ষেত্রে ভুল করে উম্মে দারদার হাদিসের অর্থকে সামান্য বদলে, বানিয়ে সেটাকে আরবীতে বলেছেন। এটা একটা তাসামুহ বা মিসটেক। আল্লাহ ভালো জানেন। সাহাবী ও সালাফের নীতি হলো, তারা হাদিস বর্ণনায় আরো বেশি সতর্কতার পরিচয় দিতেন।

তৃতীয় দলীল

ইবরাহীম নাখয়ী (রঃ) বলেন, ‘সালাতে মহিলারা ঐরুপ করবে, যেরুপ পুরুষরা করে থাকে। (ইবনে আবি শাইবা ১/৭৫/২, সিফাতু সালাতুন্নবী ১৮৯ পৃঃ)। ইবরাহীম নাখয়ীর আছারটি শায়খ আলবানি রহ. সিফাতুস সালাতে উল্লেখ

করেছেন। তিনি সেটাকে সহীহ সনদও বলেছেন। তিনি যে আরবী বাক্য দিয়েছেন المرأة تفعل في صلاتها كما يفعل الرجل কিন্তু উক্ত আছার মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে পাওয়া যায় না। তাই শায়খের দাবীকে অনেকে "শিবহুত তাহরীফ'' (বিকৃত কথার অনুরুপ) বলেও আখ্যা দিয়েছেন।

অধমের খেয়াল হচ্ছে, ইবরাহীম নাখয়ীর যে আছারটি শায়েখ উল্লেখ করেছেন, তা সম্ভবত শায়েখ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার মুখতাসার, যাতে প্রচুর মিসটেক আছে। সেই গ্রন্থ থেকেই শায়েখ তুলে দিয়েছেন। যার কারণে ভুলটা হয়েছে। ইবরাহীম নাখয়ী বলেন নি যে, "মহিলারা নামাজে তাই করবে যা পুরুষরা করে"! তবে একটা আছার আছে, যেখানে ইবরাহীম নাখয়ী বলেছেন 'মহিলারা পুরুষের মত বসবে।" عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَقْعُدُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلاَةِ كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ। এতে শুধু বসার ক্ষেত্রে অভিন্নতা প্রমাণ হয়। কিন্তু রুকু সেজদার ক্ষেত্রে পার্থক্য নেই, এটা প্রমাণ হয় না।

বরং অন্য বর্ণনায় আছে,ইবরাহীম নাখয়ী রহ. বলেন-মহিলা যখন সেজদা করবে তখন যেন সে উভয় উরু মিলিয়ে রাখে এবং পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-১/৩০২, হাদিস নং-২৭৯৫) তাছাড়া কথা হচ্ছে, শায়খ আলবানি রহ. যখন বসার ক্ষেত্রে অভিন্নতা প্রমাণ করতে তাবেয়ীর আছার দিয়ে দলীল পেশ করলেন, তাহলে নারী পুরুষের নামাজে ভিন্নতা প্রমাণ করার ক্ষেত্রে এত এত বিপুল পরিমাণ আছারকে কেন গ্রহণ করা হবে না ?

والله اعلم

নারীর নামাজের ভিন্নতা, আইম্মাহ ও সালাফের দৃষ্টিতে (পর্ব-৫)

৪ ইমামের দৃষ্টিতে মহিলারা যেভাবে নামাজ পড়বে

ফিক্বহে ইসলামীর চারটি সংকলন মুসলিম উম্মাহর মাঝে প্রচলিত। হিজরী শতক এর কিছু পর থেকে এই মাজহাবগুলোর উপর উম্মাহ ১৩০০ বছর যাবত আমল করে আসছে। নারীদের নামাজের ভিন্নতা সম্পর্কে চার মাজহাবের ইমামদের মতামত তুলে ধরা হলো। যথা -

১. ইমাম আবূ হানীফা রহ.

احب الينا ان تجمع رجليها من جانب ولا تنتصب انتصاب الرجل، (كتاب الآثار-1/609)

ইমাম আবু হানীফা রহঃ এর অন্যতম সাগরীদ ইমাম মুহাম্মদ রহঃ বলেন -“আমাদের নিকট পছন্দনীয় হল, মহিলারা নামাযে উভয় পা একপাশে মিলিয়ে রাখবে। পুরুষের মত এক পা দাঁড় করিয়ে রাখবেনা। {কিতাবুল আসার, ইমাম মুহাম্মদ রহঃ -১/৬০৯}

روى امامنا الأعظم عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه سئل كيف كان النساء يصلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كن يتربعن أمرن أن يحتفزن،

أخرجه أبو محمد الحارثى والأشنانى وابن خسرو من طريقه عن سفيان الثورى عنه، راجع جامع الماسانيد-1/400، وهذا أقوى واحسن ما روى فى هذا الباب، ولذا احتج به امامنا وجعله مذهبه وأخذ به،

ইমামে আজম আবু হানীফা রঃ নাফে রহঃ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন-“হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাঃ কে জিজ্ঞেস করা হল -“রাসূল সাঃ এর যুগে মহিলারা কিভাবে নামায পড়তেন ?” তিনি বললেন -“আগে তারা চারজানু হয়ে বসতেন , পরে তাদেরকে জড়সড় হয়ে বসতে বলা হয়েছে ”। {জামেউল মাসানিদ - ১/৪০০}

উক্ত হাদিসটি এ বিষয়ে বর্ণিত দলীলগুলোর মধ্যে শক্তিশালী। এ কারণেই ইমাম আবু হানীফা এর দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। এ অনুযায়ী আমল করেছেন। এবং এটিকে নিজের মাযহাব বানিয়েছেন। {কিতাবুল আসার এর টিকা -১/৬০৭}

মহিলাদের ক্ষেত্রে পার্থক্যের বর্ণনা হানাফী ফিক্বহের যে কিতাবগুলোতে রয়েছে --

১- বাদায়িউস সানায়ে -১/৪৬৬
২- হেদায়া -১/১০০-১১০
৩- আল মাবসূত লিস সারাখসী -১/৪৬৬
৪- ফাতওয়ায়ে শামী -১/৫০৪
৫- ফাতওয়ায়ে আলমগীরী-১/৭৩-৭৫
ইত্যাদি --

২- ইমাম মালেক রহ .

মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফক্বীহ ইমাম আবুল আব্বাস আল কারাফী রঃ ইমাম মালিক রহঃ এর মত উল্লেখ □□□□-

وأما مساواة النساء للرجال ففي النوادر عن مالك تضع فخذها اليمنى على اليسرى وتنضم قدر طاقتها ولا تفرج في ركوع ولا سجود ولا جلوس بخلاف الرجل

নামাযে মহিলা পুরুষের মত কিনা ? এ বিষয়ে ইমাম মালিক রহঃ থেকে বর্ণিত। মহিলা ডান উরু বাম উরুর উপর রাখবে এবং যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে বসবে। রুকু সেজদা ও বৈঠকে কোন সময়ই ফাঁক ফাঁক হয়ে বসবেনা। পক্ষান্তরে পুরুষের পদ্ধতি হল ভিন্ন। {আয যাখীরা-২/১৯৩}

وقال الإمام مالك رحمه الله كما في النوادر لابن أبي زيد 1/186: «تجلس المرأة على وركها الأيسر، وتضع فخذها اليمنى على اليسرى، تضم بعضها إلى بعض، بقدر طاقتها، ولا تفرج في ركوع ولا سجود، ولا جلوس بخلاف الرجل».

ইমাম মালেক বলেন , মহিলারা তার বাম নিতম্বের উপর বসবে। আর ডান উরুকে বা উরুর উপর রাখবে। একটিকে অপরটির সাথে যথাসম্ভব মিলিয়ে রাখবে। রুকু , সেজদা ও বৈঠকে পুরুষের মত ফাঁকা ফাঁকা করে থাকবে না। অর্থাৎ মিলিয়ে রাখবে।
আননাওয়াদের লি ইবনে আবী যায়দ ১/১৮৬৬-

৩- ইমাম শাফেয়ী রহ .

(قال الشافعي) وقد أدب الله تعالى النساء بالاستتار وأدبهن بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وأحب للمرأة في السجود أن تضم بعضها إلى بعض وتلصق بطنها بفخذيها وتسجد كأستر ما يكون لها وهكذا أحب لها في الركوع والجلوس وجميع الصلاة أن تكون فيها كأستر ما يكون لها (كتاب الأم، باب الذكر في السجود)

ইমাম শাফেয়ী রহঃ বলেন -“আল্লাহ পাক মহিলাদেরকে পুরোপুরি আবৃত থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। তার রাসূল সাঃ ও অনুরূপ শিক্ষা দিয়েছেন। তাই আমার নিকট পছন্দীয় হল -সেজদা অবস্থায় মহিলারা এক অঙ্গের সাথে অপর অঙ্গ মিলিয়ে রাখবে। পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখবে। আর সেজদা এমনভাবে করবে যাতে সতরের চূড়ান্ত হেফাযত হয়। অনুরূপ রুকু , বৈঠক ও গোটা নামাযে এমনভাবে থাকবে যাতে সতরের পুরোপুরি হেফাযত হয়। {কিতাবুল উম্ম - ১/১৩৮)

وقال الإمام الشافعي رحمه الله كما في مختصر المزني 8/109: «ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض وأن تلصق بطنها في السجود بفخذيها كأستر ما يكون وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع عمل الصلاة».

ইমাম শাফেয়ী বলেন , পুরুষ আর মহিলার নামাজে আমলগত ভিন্নতা নেই , তবে মহিলাদের জন্যে মুস্তাহাব হচ্ছে সেজদায় এক অংগের সাথে অপর অংগ মিলিয়ে রাখবে। আর পেটকে উরু থেকে পৃথক করবে না। যাতে অধিক সতর রক্ষা হয়। এটা রুকুর ক্ষেত্রেও , বরং নামাজের সব আমল আদায়ের ক্ষেত্রে (সতর হেফাজাত করাটা অধিক পছন্দনীয়)!

وينظر المغني لابن قدامة 1/403 والمجموع للنووي 3/526 وحاشية العدوي 1/270 وحاشية الدسوقي 1/249

-- ইমাম নববী লিখেন

"ইমাম শাফেয়ী আল মুখতাসার গ্রন্থে বলেন , পুরুষ মহিলার নামাজে পার্থক্য নেই , তবে মেয়েদের জন্যে মুস্তাহাব হলো , তারা এক অংগের সাথে অন্য অংগ মিলিয়ে রাখবে। আর সেজদায় পেটকে উরুর সাথে সম্পৃক্ত করবে। যা সতরের অধিক রক্ষাকারী ! এটা রুকুর ক্ষেত্রেও মুস্তাহাব। ...

৪- ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ .

ইমাম আহমদ রহঃ এর ফাতওয়া উল্লেখ আছে ইমাম ইবনে কুদামা রহঃ এর আল মুগীনী কিতাবে।

فأما المرأة فذكر القاضي فيها روايتين عن أحمد إحداهما ترفع لما روى الخلال بإسناده عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين أنهما كانتا ترفعان أيديهما وهو قول طاوس ولأن من شرع في حقه التكبير شرع في حقه الرفع كالرجل فعلى هذا ترفع قليلا قال أحمد رفع دون الرفع والثانية لا يشرع لأنه في معنى التجافي ولا يشرع ذلك لها بل تجع نفسها في الركوع والسجود وسائر صلاتها

তাকবীরের সময় মহিলারা হাত উঠাবে কি উঠাবে না ? এ বিষয়ে কাজী [আবু ইয়াজ] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহঃ থেকে দু ’টি মত উল্লেখ করেছেন। প্রথম মত হল হাত উঠাবে। কেননা খাল্লাল হযরত উম্মে দারদা এবং হযরত হাফসা বিন সীরীন থেকে সনদসহ বর্ণনা করেন যে , তারা হাত উঠাতেন। ইমাম তাউসের বক্তব্যও তাই। উপরন্তু যার ব্যাপারে তাকবীর বলার নির্দেশ রয়েছে তার ব্যাপারে হাত উঠানোরও নির্দেশ রয়েছে। যেমন পুরুষ করে থাকে। এ হিসেবে মহিলারাও হাত উঠাবে। তবে সামান্য। আহমাদ রহঃ বলেন-“তুলনামূলক কম উঠাবে ”।

দ্বিতীয় মত হল -“মহিলাদের জন্য হাত উঠানোরই হুকুম নাই। কেননা হাত উঠালে কোন অঙ্গকে ফাঁক করতেই হয় , অথচ মহিলাদের জন্য এর বিধান দেওয়া হয়নি। বরং তাদের জন্য নিয়ম হল রুকু সেজদাসহ পুরো নামাযে নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখবে। {আল মুগনী-২/১৩৯}

ইবনে কুদামা হানবলী , আল মুগনীতে আরো বলেন, "নামাজে মহিলা পুরুষ এর বিধান একই। তবে মহিলারা রুকু ও সেজদাতে নিজেদের অংগগুলোকে মিলিত রাখবে। বসার ক্ষেত্রে দু পা ডানে বের করে দিয়ে বসবে। নামাজের ক্ষেত্রে মৌলিক নির্দেশে নারী পুরুষ উভয়েই শামিল। তবে যেহেতু নারীকে হাদিসে 'আওরাহ' বলা হয়েছে। তাই তারা পুরুষের রুকু সেজদায় সটান হওয়ার ক্ষেত্রে ভিন্নতা অবলম্বন করবে। কারণ এভাবে সতর রক্ষা হয়! কারণ পুরুষের মত রুকুর সেজদা করতে গেলে আপনি নিশ্চয়তা দিতে পারবেন না যে মেয়েদের সতরের সমস্যা হবে না। আলী রা . বলেছেন, যখন

মহিলারা সালাত আদায় করবে তখন যেন জড়সড় হয়ে থাকে, আর উরুকে পেটের সাথে মিলিয়ে রাখে। ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তার ঘরের মহিলাদেরকে নির্দেশ দিতেন, দু পা মিলিতকরে ডানে বের করে দিয়ে বসবে।

হানবলী মাজহাবের অপর গ্রন্থ- আল ইনসাফে আছে।

"নামাজের মহিলারা পুরুষের মতই, তবে তারা রুকু ও সেজদায় নিজদেরকে গুটিয়ে রাখবে। অনুরুপ নামাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও। এতে কারো দ্বিমত নেই।"
আল ইনসাফ ফি মারিফাতির রাজিহী মিনাল খেলাফ- ২/৯০

হাদিস বিশারদদের অভিমত -

১/ ইমাম আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক আসসানআনী! (২১১ হি.)

ইমাম আব্দুর রাজ্জাক আসসানআনী তার গ্রন্থে "আল মুসান্নাফ" যা মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক নামে প্রসিদ্ধ, এই গ্রন্থের ৩/১২৬-১৩৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, তিনি নারীদের নামাজ ভিন্নতা প্রমাণে 'মেয়েদের নামাজে দাঁড়ানো/রুকু করা/বৈঠকে মেয়েরা যেভাবে বসবে' ইত্যাদি শিরোনামে হাদিস ও আছার উল্লেখ করেছেন।

২/ ইমাম আবু বকর ইবনে আবী শাইবা- (২৩৫ হি.)

ইবনে আবী শাইবা তার হাদিস গ্রন্থ 'আল মুসান্নাফে' নারীদের নামাজের ভিন্নতার সপক্ষে বিভিন্ন আছার পেশ করেছেন। তার শিরোনামগুলো খেয়াল করলেই স্পষ্ট হয়, সালাফে সালেহীন মহিলাদের নামাজে ভিন্নতার প্রবক্তা ছিলেন। যেমন তিনি শিরোনাম দিয়েছেন "মহিলারা সেজদারত অবস্থায় যেভাবে থাকবে", "অধ্যায়ঃ নামাজে মেয়েরা যেভাবে বসবে" ইত্যাদি। (১/২৪২ বা ২/৫০৩-৫০৮)

এই দুই বিদগ্ধ হাদিসের ইমাম, যারা ইমাম বুখারীর পূর্বসূরি, বুখারী তাদের সূত্রে হাদিস বর্ণনাও করেছেন । তাদের কিতাবে আলাদাভাবে শিরোনামই দিয়েছেন, নারীদের নামাজের পার্থক্য প্রমাণ করে।

৩/ ইমাম আহমদ বিন হানবল

ففي مسائل أبي داود ص75 قال:
«سألت أحمد عن المرأة، كيف تسجد؟ قال: تضم فخذيها، قلت لأحمد: فجلوسها مثل جلوس الرجل؟ قال: لا».

ইমাম আবু দাউদ বলেন , আমি আহমদ বিন হানবলকে জিজ্ঞেস করলাম , মহিলারা কীভাবে সেজদা করবে ? তিনি বললেন , উরুর সাথে মিলিয়ে জড়সড় হয়ে। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম , তারা কি পুরুষের মতই বসবে ? তিনি বললেন , না পুরুষের মত বসবে না।
মাসায়েলে আবী দাউদ - ৭৫

৪/ ইমাম আবু দাউদ

ইমাম আবু দাউদ , তার মারাসীলে একাধিক হাদিস দিয়ে প্রমাণ করেন যে নারীদের নামাজে রুকু সেজদাতে ভিন্নতা রয়েছে।

৫/ ইমাম তিরমীজী

'সালাত অধ্যায় ' এর "রুকু অবস্থায় উভয় হাত পেটের পার্শ্বদেশ হতে পৃথক রাখা " শিরোনামে এই হাদিসটি উল্লেখ করেন।

''রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুর সময় দুই হাত দুই হাটুতে রাখলেন। তিনি হাত দু 'টোকে টানা তীরের মত (সোজা) রাখলেন এবং পার্শ্বদেশ হতে পৃথক (ফাক) করে রাখলেন। ''

এরপরে ইমাম তিরমিজী বলেন , "এই আমল আহলে ইলম গ্রহণ করেছেন। যে "পুরুষরা " রুকু ও সেজদাতে তাদের দুইহাত পার্শ্বদেশ (পেট) থেকে পৃথক রাখবে। " (হাদিস - ২৬০)

শায়খ আলবানী রহ, 'আসলু সিফাতিস সালাহ ' গ্রন্থের ২ /৬৩৭ পৃষ্ঠায় লিখেন , "ইমাম তিরমীজীর এভাবে পুরুষের সাথে এই বিধানকে খাস করে দেয়ার দ্বারা বোঝা যায় , মহিলারা নামাজে তাদের অংগগুলো পৃথক করবে না। বরং একটি অংগ অপর অংগের সাথে মিলিয়ে রাখবে। এটা হানাফী , শাফেয়ী ও অন্যান্যদের মাজহাব। ইবনে হাজাম এর বিপরীত মত দিয়েছেন। "

(উল্লেখ্য শায়খ রহ . ইবনে হাজামের মতকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইবনে হাজামের অবস্থা সম্পর্কে ইতোপূর্বে যা আলোচনা হয়েছে , তাতে বোঝা যায় সকল ইমামের বিপরীতে ইবনে হাজামের মত গ্রহণ করা যায় না)

প্রসংগত উল্লেখ্য, হাদিস বিডি এপসে ইমাম তিরমিজীর বক্তব্যের যে অনুবাদ দেয়া হয়েছে, তাতে "পুরুষ" শব্দটি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে অথবা ভুলবশত বাদ পরে গেছে।

৬/ ইমাম তাহাবী (৩২১হি .)

শারহু মুশকিলিল আছার ও আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বিভিন্ন দলীল দিয়ে প্রমাণ করেছেন, নারীদের নামাজে রুকুর সেজদা ও বৈঠকে পার্থক্য রয়েছে।

৭/ ইমাম বায়হাকী। (৪৫৮ হি .)

তিনিও তার কিতাব, সুনানে বায়হাকী তে (২/২২২) বলেন,
"নামাজে বিভিন্ন বিধানে মহিলাদের ভিন্নতার ক্ষেত্রে মূলত বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে সতর। অর্থাৎ, মহিলারা নামাজ ঐভাবে আদায় করতে আদিষ্ট, যেভাবে আদায় করলে অধিক আব্রু হেফাজত হবে। সামনের অধ্যায়গুলোতে এর বিস্তারিত আলোচনা আসছে ..."

আহলে হাদিস ও সমধারার আলেমগণ, যাদের মতে নারীদের নামাজ ভিন্ন --

মহিলাদের নামাযের পদ্ধতিতে ইতোপূর্বে যা কিছু উল্লেখ করা হল তথা হাদিস, আসারে সাহাবা, তাবেয়ীনদের ইজমা, এবং চার ইমামের ঐক্যমত্বের আলোকে যুগ যুগ ধরে অবিচ্ছন্ন সূত্র পরম্পরায় যেই পার্থক্যের আমল চলে আসছে, সেটাকে গায়রে মুকাল্লিদ (যারা ৪ মাজহাব এর অনুসারী নন) নেতৃস্থানীয় আলেমগণ ও তাদের নিকটযারা বরেণ্য ও গ্রহণযোগ্য আলেম, তারাও স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং সেই আলোকে ফাতওয়া দিয়েছেন।

১/ শায়খুস ইসলাম ইবনে তায়মিয়া রহ. বলেন

كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ أُمِرَتْ أَنْ تَجْتَمِعَ فِي الصَّلَاةِ وَلَا تُجَافِيَ بَيْنَ أَعْضَائِهَا وَأُمِرَتْ أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا. فَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِض إلَّا بِخِمَار وَلَوْ كَانَتْ فِي جَوْفِ بَيْتٍ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ مِنْ الْأَجَانِبِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا مَأْمُورَةٌ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ بِسَتْرٍ لَا يُؤْمَرُ بِهِ الرَّجُلُ حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَرَهَا بَشَرٌ.

এমনিভাবে মহিলাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে নামাজে জড়সড় হয়ে থাকতে, অংগগুলোকে পুরুষের মত সমান না করে দিতে। আরো আদেশ দেয়া হয়েছে

[illegible]

([illegible])

يَأْمُرُونَ الْمَرْأَةَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَجْمَعَ وَلَا تُجَافِيَ بَيْنَ أَعْضَائِهَا وَتَتَرَبَّعَ وَلَا تَفْتَرِشَ وَفِي الْإِحْرَامِ لَا تَرْفَعَ صَوْتَهَا إلَّا بِقَدْرِ مَا تَسْمَعُ رَفِيقَتُهَا وَأَنْ لَا تَرْقَى فَوْقَ الصَّفَا والمروة. كُلُّ ذَلِكَ لِتَحْقِيقِ سَتْرِهَا وَصِيَانَتِهَا وَنُهِيَتْ أَنْ تُسَافِرَ إلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ

[illegible]

([illegible])

[illegible]

وَلِهَذَا شُرِعَ فِي حَقِّ الْإِنَاثِ مِنَ السِّتْرِ وَالْخَفَرِ مَا لَمْ يُشْرَعْ مِثْلُهُ لِلذُّكُورِ فِي اللِّبَاس وَإِرْخَاءِ الذَّيْل شِبْرًا أَوْ أَكْثَرَ، وَجَمْعِ نَفْسِهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ دُونَ التَّجَافِي، وَلَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَلَا تَرْمُلُ فِي الطَّوَافِ

[illegible]

([illegible])

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[مَسْأَلَة يَثْبُتَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ مِنْ أَحْكَام الصَّلَاةِ مَا يَثْبُتُ لِلرِّجَال]
(783) مَسْأَلَةٌ: قَالَ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، إلَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ تَجْمَعُ نَفْسَهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَتَجْلِسُ مُتَرَبِّعَةً أَوْ تَسْدُلُ رِجْلَيْهَا فَتَجْعَلُهُمَا فِي جَانِبِ يَمِينِهَا. الْأَصْلُ أَنْ يَثْبُتَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ مِنْ أَحْكَام الصَّلَاةِ مَا يَثْبُتُ لِلرِّجَال؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ يَشْمَلُهَا، غَيْرَ أَنَّهَ خَالَفَتْهُ فِي تَرْكِ التَّجَافِي، لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ، فَاسْتُحِبَّ لَهَا جَمْعُ نَفْسِهَا، لِيَكُونَ أَسْتَرَ لَهَا، فَإِنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَبْدُوَ مِنْهَا شَيْءٌ حَالَ التَّجَافِي. وَكَذَلِكَ فِي الِافْتِرَاشِ، قَالَ أَحْمَدُ: وَالسَّدْلُ أَعْجَبُ إلَيَّ. وَاخْتَارَهُ الْخَلَّالُ.

قَالَ عَلِيٌّ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: إذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ وَلْتَضُمَّ فَخِذَيْهَا. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ فِي الصَّلَاةِ.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তিনিও “ফাতওয়ায়ে ওলামায়ে আহলে হাদিস” এ এই পার্থক্যের কথা স্বীকার করেছেন। (মাজমুয়ায়ে রাসায়েল-১/৩০৫)

৬/ নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান রহ. (আহলে হাদিস আলেম)

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, আহলে হাদিস ও সালাফী ঘরানার বরেণ্য আলেম, নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ “আওনুল বারী” (১/৫২০) তে নারীদের নামাজের পার্থক্য বিভিন্ন হাদিস এর আলোকে প্রমাণ করেছেন।

৭/ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আমীর ইয়ামানী রহ.

একইধারার অপর মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আমীর ইয়ামানী “সুবুলুস সালাম” শরহু বুলুগিল মারাম” গ্রন্থে (১/৩৫১-৩৫২) বিভিন্ন হাদিসের আলোকে পুরুষ ও মহিলার সেজদার পার্থক্য করেছেন।

৮/ শাইখ ইসহাক (সালাফি আলেম)

পাকিস্তান এর বিখ্যাত সালাফি ও আহলে হাদিস শায়েখ, মৌলভী ইসহাক সাহেব বলেন "মাগার ইয়ে বাত পুরি উম্মাত কা ইজমা কী খেলাফ... অর্থাৎ নারী পুরুষের নামাজের পার্থক্য নেই, এমনটা বলা হয়। কিন্তু এই কথাটা পুরো উম্মাহর ইজমার বিপরীত। সমস্ত উম্মাত, সাহাবা তাবেয়ী থেকে নিয়ে যত আলেম অতিবাহিত হয়েছেন, কারো এ ব্যাপারে দ্বিমত ছিল না যে মহিলাদের নামাজ পুরুষের চেয়ে ভিন্ন। মহিলাদের নামাজ তো ঐভাবেই পড়া উচিত যেভাভে পড়লে পর্দা রক্ষা হবে, সতর অষ্পষ্ট থাকবে। কোন অংগ পুরুষের মত উঁচিয়ে থাকবে না।"

শায়খ ইসহাক এর ভাষায়, পুরো উম্মাহর হাজার বৎসর যাবত চলে আসা আমলের বিপরীত ফতোয়া দেয়াটা "একটা ফিতনা"!
তিনি আরো বলেন, "দেখুন। আপনারা যখন হজ্বের ক্ষেত্রে মেয়েদের তালবিয়া পাঠের ক্ষেত্রে বলেন যে মেয়েরা অনুচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করে। তখন আপনারা বলেন যে "এভাবেই আহলে ইলমরা বলে আসছেন"! এক্ষেত্রে তো আহলে ইলম এর কথাকে মানছেন। অথচ রাসূল সা. উচু আওয়াজে তালবিয়া পাঠের নির্দেশ দেয়ার সময় কি বলে দিয়েছেন, যে এটা কেবল পুরুষের জন্যে? তিনি তো ঐভাবেই নির্দেশ দিয়েছেন ব্যাপকভাবে। যেমনটা নামাজে বলেছেন। তাহলে তালবিয়ার ক্ষেত্রে নারীকে আলাদা করছেন কেন? আর নামাজের ক্ষেত্রে একসাথে গুলিয়ে ফেলছেন। সাফা মারওয়াতে কি মেয়েরা দৌড়াবে? সেখানে তো বলেন মেয়েরা দৌড়াবে না। কারণ দৌড়ালে পর্দার খেলাফ হবে। দেহের আকৃতি ফুটে উঠবে। অথচ রাসূল সা. তো সেখানে নারী

পুরুষকে আলাদাভাবে কিছু বলেন নাই। সেখানে কেন নারীকে পৃথক করা হলো?... "

ভিডিও দুটি দেখুন এই লিংকে ,
https://www.youtube.com/watch?v=eR0CFMra8v0&app=desktop
https://m.youtube.com/watch?v=mX4n6a12eA0

৯/ শাইখ আব্দুল কাইউম (সালাফি শাইখ)

একই ঘরানার বাংলাদেশী আলেম , যুক্তরাজ্যপ্রবাসী শাইখ আব্দুল কাইয়ুমও নারীদের নামাজের পার্থক্যের কথা বর্ণা করেছেন
https://m.youtube.com/watch?v=-w8q0pewgkA

১০/ শাইখ সালেহ আল মুনাজ্জিদ হাফিজাহুল্লাহ

islamqa তে এই বিষয়ে দুটি প্রশ্নের উত্তর দেখেছিলাম। যার একটিতে শায়খ আলবানী রহ. এর মতামত অনুযায়ী তারা বলেছেন নারী পুরুষের নামাজে ভিন্নতা নেই। অপর আরেকটি ফতয়া তারা দিয়েছেন , সেখানে শায়খ আলবানির মতের বিপরীত মতগুলো উল্লেখ করেছেন। যেমন , ইমাম ইবনে কুদামা হানবলী , ইমাম নববী প্রমুখদের মতামত উল্লেখ করে সে অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন। যাতে স্পষ্ট করেই বলা আছে নারীদের রুকু সেজদা পুরুষদের চেয়ে ভিন্ন।
লিংক
https://islamqa.info/ar/1106

Differences in Prayer for Men and Women

Question

Is there any prove from the Sunnah or ijtihad of the Sahaba that the praying (salat) of a woman is on some points different from the man, like it is in the Hanafi madhhab?
Praise be to Allaah.

Answer:

The general principle is that women are equal to men in all religious rulings, because of the hadeeth "Women are the twin halves of men" (Reported by Imaam Ahmad and classified as saheeh in Saheeh al-Jaami' 1983), except when there is evidence (daleel) of a specific ruling which applies only to women. One of the cases in which the scholars mention specific rules for women is prayer, where there are differences as follows:

- Women do not have to give adhaan or iqaamah, because adhaan requires raising the voice, which women are not permitted to do. Ibn Qudaamah, may Allaah have mercy on him, said: "We know of no difference between the scholars (on this point)." (Al-Mughni ma'a al-Sharh al-Kabeer, 1/438).
- All of the woman's body is 'awrah and must be covered during prayer, except for her face, because the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "No prayer will be accepted from an adult woman unless she wears a khimaar (head-cover). (Reported by the five Muhadditheen) There is some dispute as to whether her heels and feet should be covered. The author of al-Mughni (2/328) said: "As for the rest of the free woman's body, it must be covered during prayer. If any part becomes uncovered, it renders her prayer invalid, except if only a little bit is uncovered. Maalik, al-Oozaa'i and al-Shaafi'i said the same.
- The woman should keep her limbs close to her body during rukoo' and sujood, and not spread them out, because this is more modest and covering. (Al-Mughni 2/258). Al-Nawawi said: "Al-Shaafi'i said, in al-Mukhtasar: there is no difference between men and women in prayer, except that women should keep the parts of their bodies close to one another, and they should make their stomachs touch their thighs during sujood. This is more covering and preferable, in rukoo' and the rest of the prayer too." (See al-Majmoo' 3/429).
- It is preferable for women to pray in congregation, led by one of their number, because the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) told Umm Waraqah to lead the women of her household in prayer. There is some difference among scholars on this matter. (See al-Mughni, 2/202 and al-Majmoo' al-Nawawi, 4/84-85). The woman leading the prayer should read aloud as long as no non-mahram man can hear her.
- It is permissible for women to go out and pray in the mosque with men, although their prayer at home is better for them, because the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "Do not prevent the women from going out to the mosques, even though their homes are better for them." (For more details on this matter, see Question#973).

- Imaam al-Nawawi, may Allaah have mercy on him, said (al-Majmoo' 3/455): "Women differ from men in congregational prayer in a number of ways:

(1) Congregational prayer is not required of them in the same way as it is of men.

(2) The imam of a group of women stands in the middle of the (first) row.

(3) (If one woman and one man are praying), she should stand behind him, not next to him.

(4) If women are praying in rows behind men, the back rows are better for them than the front rows.

What we can learn from the above is that women and men are forbidden to mix. Allaah is our Helper and Support.

[illegible]

1. https://www.youtube.com/watch?v=gyvJr-bpDEg - The Fifth Madhhab | Mufti Abdur-Rahman ibn Yusuf
2. https://www.youtube.com/watch?v=jIJwIHGGLxo - Following a Madhab - Mufti Abdur-Rahman ibn Yusuf
3. https://farshidkhan.wixsite.com/ibnbadran/post/madhab-or-la-madhab - মাযহাবি নাকি লা-মাযহাবি?

c [illegible]-[illegible]?
[illegible]

[illegible]

[illegible]-

[illegible]

অনুসরণকারী কেউ প্রাথমিক পর্যায়ে ইবনে কুদামাহ [র] রচিত আল-উমদাহ অথবা ইবনে বালবান [র] রচিত আখসার-আল-মুখতাসারাত পড়বে। দ্বিতীয় ধাপে, সে ইমাম হাজ্জাউই -র [র] "যাদ -উল-মুস্তাকানি " অথবা মা'রি -আল-কারমির "দলিল আত তলিব" পড়বে। তৃতীয় ধাপে গিয়ে সে ইবনে আন -নাযযার [র]-র "মুনতাহা -আল-ইরাদাত " অথবা মুসা -আল-হাজ্জাউই [র]-র "আল ইকনা" পড়বে। চতুর্থ ধাপে গিয়ে সে ইবনে কুদামাহ [র]-র "আল কাফি" অথবা আল-মজদ আব্দুস সালাম ইবনে তাইমিয়া [র]-র [বিখ্যাত ইবনে তাইমিয়ার [র] দাদা] "আল মুহাররার " পড়বে। এভাবে, প্রত্যেকটি মাযহাবের শিক্ষার্থীরাই সেই মাযহাবের আলিমদের প্রতিষ্ঠিত পন্থায় একেকটি ধাপ পেরিয়ে এগোতে থাকবে।

দ্বিতীয় রাস্তা হচ্ছে, হাদিসের বইয়ের মধ্য হতে ফিকহ অধ্যয়ন। এটাকে বলা যেতে পারে 'হাদিসবিশারদগণের পন্থা'। ছাত্ররা হাদিসের সেই বইগুলো পড়বে যেগুলোতে হাদিসগুলো ফিকহি হুকুম -আহকাম অনুযায়ী বিন্যস্ত রয়েছে, যেমন আল-মাকদিসির "উমাদাত -উল-আহকাম"; এরপর ইবনে হাজর [র] এর "বুলুগুল মারাম", এরপর ইবনে আল হাদির "আল-মুহাররার", এরপর [ইবনে তাইমিয়ার] দাদা, আব্দুস সালাম ইবনে তাইমিয়ার [র] আল মুনতাকা। এরপর সহিহাইনের [বুখারি এবং মুসলিম] মত হাদিসের সংকলন এবং চার "আস সুনান", ব্যাখ্যাসহ।

প্রথম পন্থার সুবিধা হচ্ছে এটি ফকিহকে আইন -আহকামের ব্যাপারে পারদর্শী এবং প্রস্তুত করে তোলে। আইনগত/ফিকহি ফুরুয়ি বিষয়গুলোর ভাণ্ডার, ফকিহদের দুর্বোধ্য পরিভাষাগুলোর সাথে পরিচিত হবার পাশাপাশি নিজের মাযহাবের বইগুলোতে নিজে গবেষণা করতে সক্ষম হওয়া। এসবই - আহ্লুল ইল্মদের সাথে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারো ন্যায় ফিকহি বিষয়সমূহ বুঝতে পারা এবং আয়ত্ত করার জন্যে যোগ্য হয়ে উঠে

প্রথম পন্থার অসুবিধা হচ্ছে, এই পথের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোন ব্যক্তির হাদিস -সুন্নাহর ব্যাপারে জ্ঞান এবং দলিল প্রতিষ্ঠিত করার পন্থার ব্যাপারে কম জ্ঞান রাখে। তাছাড়া, এরুপ কেউ আলিমদের ব্যাপারে চরমপন্থী হয়ে উঠতে পারে, ক্রিটিক্যাল চিন্তাভাবনায় স্থবির হয়ে যেতে পারে এবং ফিকহি ইস্যুগুলো থেকে কি উদ্ভূত হয় - সে ব্যাপারে গবেষণা করার ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

দ্বিতীয় পথের সুবিধা হচ্ছে, এখানে পক্ষপাতিত্ব এবং কোন একটি মত নিরেটভাবে ধরে রাখার ব্যাপারটি কম, হাদিসের প্রতি শ্রদ্ধা, হাদিসের মতন এবং রাবির দ্বারা হাদিসের জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা -প্রশাখা অধ্যয়ন করার মাধ্যমে বিশদ জ্ঞান -বুঝ হওয়া, আকিদা, আদব-কায়দা, সচ্চরিত্র, রাসুলের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] সিরাহ এবং অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন ফায়দার ব্যাপারে জ্ঞান -অর্জন হওয়া। অসুবিধা হচ্ছে ফিকহে প্রমাণাদি শুধুমাত্র হাদিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিভিন্ন আহকাম -মাস'আলার ক্ষেত্রে কুর'আনের আয়াত, ইজমা, কিয়াস, মদিনার মানুষের দৃষ্টান্ত, সাহাবীদের [রা] দৃষ্টান্ত, ইসতিসহাব/ইসতিসহান এবং অন্যান্য বিষয়সমূহ। এভাবে, ছাত্ররা প্রত্যেকটি বিষয়ে/ক্ষেত্রে ফিকহের অনেক আনুষাঙ্গিক বিষয়সমূহ বাদ দিয়ে যায়, কেননা সেগুলো হাদিস থেকে সরাসরি আহরণ করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ, যাদুল মুস্তাকানি - যেটি একটি সংক্ষেপিত মতন - প্রকাশ্যভাবে দু'হাজার চারশ ফিকহি ইস্যু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে; আর পরোক্ষভাবে প্রকাশ করা/উদ্ভূত ইস্যুসমূহ গণনা করলে এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ছয় হাজার।

যেহেতু আহকাম -সংক্রান্ত হাদিসের বইগুলোতে ফিকহি বিষয়সমূহের সংখ্যা , উদ্ভুত বিষয়গুলোর চারভাগের এক ভাগ -ও হয় না, তাই মাঝেমধ্যে এটি শিক্ষার্থীকে শেখার শুরুতে প্রতারিত হতে ধাবিত করে এবং সে -ছাত্র ফকিহদের সাথে অনধিকার চর্চা করা এবং প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছাড়া ইজতিহাদ এবং দুটো ভিন্ন ফিকহি মতের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দেওয়া শুরু করে। তাছাড়া , ছাত্ররা বিচ্যুত হয়ে যাবে একটি বিষয় শেষ করার আগেই আরেকটিতে পা বাড়ানোর কারণে। এছাড়াও , একটি নির্দিষ্ট বিষয় বা টপিক কতগুলো সাব -টপিক বা শাখায় বিভক্ত হতে পারে , এবং এই আলোচনা কয়েকটি হাদিসে পুনরাবৃত্তি হতে পারে , কিন্তু হয়ত সে হাদিসগুলো একসাথে নেই।

এসকল কারণে, উপদেশ হচ্ছে দুটো পন্থা একত্রে ও সমন্বয় করা , এবং চার মাযহাবের একটির মাধ্যমে ফিকহ অধ্যয়ন করা , ঐ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা গড়ে তোলা পন্থায় এবং সাথে সাথে হুকুম -আহকাম সংক্রান্ত আয়াতের কোনো বই এবং হাদিসের কোনো বই পড়া। আর কতই উত্তম না হবে , যদি উভয়ের লেখকই একই মাযহাবের হয়, যাতে ফিকহি ইস্যুতে পরস্পর বিরোধী ফিকহি প্রাধান্যর কারণে কেউ বিচ্যুত হয়ে না যায়।

মাযহাব হচ্ছে যখন কোনো তলিবুল ইলম চার মাযহাবের একটিতে থাকে এবং সেই মাযহাবের আলিমদের প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসারে পড়াশোনায় এগোতে থাকে। সুতরাং , যারা কোন মাযহাবে ফিকহ শিখে , তাঁরা সাধারণত প্রথম পন্থায় নিজেদের আবদ্ধ রাখে ; কিন্তু তাদের মধ্যে সফল হচ্ছে তাঁরা যারা দুটো পন্থাকে একত্রে সমন্বয় করে। যারা কোন নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণের বিরোধিতার প্রবক্তা , তাদের বেশিরভাগই দ্বিতীয় রাস্তায় নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে ।

কোন মাযহাবে থাকা উম্মাহর ফকিহদের পন্থা। এভাবে , ইমাম ইবনে তাইমিয়া [র] , ইবনে কায়্যিম [র] এবং আব্দুল ওয়াহাব [র] ছিলেন হানাবিলাহ। ইবনে কাসির [র] এবং আয-যাহাবি [র] ছিলেন শাফেয়ী। ইমাম তাহাবি ছিলেন হানাফি ; ইবনে আব্দুল বার [র] ছিলেন মালেকি। মাযহাব প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই ব্যাপারটি এরুপ হয়ে আসছে, এর আগে সাহাবীদের [র] মধ্যে ফকিহ ছিলেন। তাদের প্রত্যেকেরই ছাত্র ছিল যারা মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভিত্তিপ্রস্তর নির্মাণ করে , যেটি পরে গিয়ে পরবর্তী মাযহাবগুলোয় পরিণত হয়েছে।

কোন ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা এবং একাগ্রতা যে পর্যায়েই পৌঁছাক না কেন , সে হাদিস , ভাষা , উসুল , কাওয়াইদ ইত্যাদি দ্বারা বিস্তর প্রমাণাদি অধ্যয়নের মাধ্যমে মুজতাহিদ হতে পারবে না। তাই এটি অনিবার্য যে তাকে বেশিরভাগ ফিকহি ইস্যুতে তাকলিদ করতে হবে। কোন নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণ করা তাকে নিমগ্ন রাখবে এবং এটা তাঁর জন্যে উত্তম , যখন বিভিন্ন দলিলগুলো একই ওজনের এবং কোন নির্দিষ্ট মতের অন্য মতের উপর গুরুত্ব বিদ্যমান নয় - তাই এরুপ ক্ষেত্রে সে নিজের ইমামকেই অনুসরণ করল।

যেহেতু সাম্প্রতিক সময়ে যারা কোন নির্দিষ্ট মাযহাবে থাকা বা অনুসরণ করার বিরোধিতা করে , তাঁরা শেষমেশ ইবনে বায , ইবনে উসাইমিন বা ইমাম আলবানি রহিমাহুল্লাহর অনুসরণ [বা তাকলিদ] করে বসে, তাঁরা চার আইম্মাহ এর অনুসরণ থেকে দৌড়ে পালিয়ে তাদের থেকে [জ্ঞানে] কম কারও অনুস্মরণ করে বসেন।

যারা কোন নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণের বিরোধিতা করে, তাদের এই ব্যাধি তাদের বেশিরভাগ অনুসারীকেই বিভিন্ন অস্বাভাবিক/বিচ্ছিন্ন মত তৈরির দিকে ধাবিত করে। এগুলো হচ্ছে এমন ধরণের মত, যেগুলো কেবল মাত্র একজন ফকিহ পোষণ করেছেন, সেটা হতে পারে সালাফদের কোন ফকিহ, অথবা চার মাযহাবের কেউ।

যতক্ষন যারা চার মাযহাবের কোন একটি অনুসরণ করে, তাঁরা তাদের মতকে নিজের মাযহাবের নির্ভরযোগ্য/মুতামাদের উপর ভিত্তি করে, তাহলে তাদের মাযহাবের মুতামাদ বা নিরভরযজ্ঞ মত কখনো কোনো অস্বাভাবিক/বিচ্ছিন্ন মত হতে পারে না, কেননা প্রত্যেকটি মাযহাব শুধুমাত্র তাদের ইমামের [প্রতিনিধিত্ব] করে না, বরং তা শতাব্দি পর শতাব্দি ধরে দশ হাজার ফকিহ-বিশিষ্ট একটি মাযহাবের প্রতিনিধিত্ব করে, যারা সেই মতগুলোর উপর নির্ভর করেছেন এবং সেগুলোকে সবচেয়ে শক্তিশালী মনে করেছেন।

আল্লাহ্র মাধ্যমেই সফলতা

লেখক পরিচিতিঃ শাইখ ড. ওয়ালিদ আল মানিসি আলেক্সান্দ্রিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে আরবি ভাষার উপর স্নাতক করেছেন। এরপর তিনি সৌদি আরবে বিভিন্ন স্বনামধন্য আলিমের নিকট অধ্যয়ন করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন বিন বায, ইবনে উসাইমিন, ইবনে জিবরীন। তিনি ড. শাইখ সালেহ আশ শাইখ এবং সৌদির ফতওয়ার স্থায়ী কমিটির ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান শাইখ ড. আব্দুর রাযযাক আল আফিফি হতে দুটো রিকমেনডেশন লেটার পেয়েছেন। তিনি আমেরিকা ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে ফিকহে মাস্টার্স এবং গ্র্যাজুয়েট থিওলজিক্যাল ফাউনডেশন থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। তিনি আমেরিকার ফতওয়া কমিটি আমজার স্থায়ী সদস্য, আমেরিকান ওপেন ইউনিভার্সিটির এডুকেশনাল কমিটির সদস্য এবং ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ মিনেসোটার প্রেসিডেন্ট।